নির্ধারিত কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ এবং আর্থিক বিশ্লেষণ

(২০২০-২১ সন)

গবেষণা শাখা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ঢাকা

মিশন

- কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরুপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্যধারার আগাম প্রক্ষেপণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার করা;
- বাজার অবকাঠামো জোরদারকরণ এবং কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- আধুনিক সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের গুণগত মান পরিবীক্ষণ, মান নির্ধারণ ও বিপণন সেবা প্রদানে সহায়তা করা;
- কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা দান;
- কৃষি ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং
- কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

ভিশন

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে জড়িতগণের পরিচিতি:

উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং সংকলন:

ড. নাসরিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক, গবেষণা শাখা-৬
সুলতানান নাসিরা, সহকারী পরিচালক, গবেষণা শাখা-১

গবেষণা তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদন:

মোহাম্মদ রেজা আহমেদ খান, উপপরিচালক-গবেষণা

সার্বিক ব্যবস্থাপনা:

কাজী আবুল কালাম, পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
গবেষণা এবং আইসিটি

সাইটেশান:

মোহাম্মদ রেজা আহমেদ খান, ড. নাসরিন সুলতানা, সুলতানান নাসিরা ২০২১, ২০২০-২১ সনের জন্য নির্ধারিত কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ এবং আর্থিক বিশ্লেষণ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, জুন, ২০২১, ঢাকা।

মোহাম্মদ ইউসুফ
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

মহাপরিচালকের বাণী

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি কৃষি। এজন্য প্রয়োজন কৃষির উন্নয়ন তথা কৃষকের উন্নয়ন। কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ, হবে সোনার বাংলাদেশ। কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করছে।
কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভোক্তার জন্য বাজারে সহনশীল মূল্য পরিস্থিতি বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতোমধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সরকারের নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্তের পাশাপাশি কার্যকরী এবং দক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সময় সময় চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ, মূল্য বিস্তৃতি, মূল্য সংযোজন, কৃষিপণ্যের চাহিদা-যোগান, সংগ্রহোত্তর ক্ষতি, বিপণন ব্যয় এবং বিভিন্ন স্তরের বিপণন মার্জিন বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণপূর্বক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ সকল তথ্য-উপাত্তের গুরুত্ব অনুধাবন করে বিভিন্ন নির্বাচিত কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ধারণ করা হয়।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর তার মাঠ পর্যায়ের জনবল এবং গবেষণা শাখার সহায়তায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ২৭টি কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ এবং আর্থিক বিশ্লেষণসহ একটি প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা প্রশংসনীয়। প্রতিবছর এটি একটি নিয়মিত কাজ হিসেবে পরিগণিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে- যা বিশেষ করে কৃষক, পাইকার এবং খুচরা পর্যায়ে নির্ধারিত কৃষিপণ্যসমূহের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে।

আমি আশা করি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বজায় রাখবে এবং সময়োপযোগী তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ নিশ্চিত করে সরকারের নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবমুখী ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

মোহাম্মদ ইউসুফ

কাজী আবুল কালাম
পরিচালক (গবেষণা ও আইসিটি)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

উপক্রমণিকা

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকা শক্তি। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত জাতি বিনির্মাণে সরকার অঙ্গিকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার কৃষক ও কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নানামুখী কর্মসূচি ও নীতিমালা গ্রহণ এবং এর সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বিশ্বায়নের যুগে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সারা বিশ্বের সাথে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার তাগিদে কেবল কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি উন্নয়নই যথেষ্ট নয়। এর সাথে প্রয়োজন উৎপাদিত পণ্যের বিপণনে প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও অর্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি। দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা বর্তমানে জাতীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা কৃষককে তাদের পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করে, যা ভোক্তার কাছে বিক্রয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিত করে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা এবং কৃষি খাতের অপার সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সমন্বিত, দক্ষ ও বাজারমুখী বিপণন ব্যবস্থা কার্যকর করে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, ভোক্তাদের কাছে সহনীয় মূল্যে পণ্য সরবরাহ, বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার, বাজার গবেষণা, বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন, কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের সুযোগ সৃষ্টি এবং বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়াতে হলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচের দিকে নজর দিতে হবে। কৃষকগণ যেন তাঁদের উৎপাদিত পণ্য যৌক্তিক মূল্যে বিক্রি করে লাভবান হতে পারে। এর পাশাপাশি পাইকারী ব্যবসায়ী, ফড়িয়া ও খুচরা ব্যবসায়ীও যেন অধিক মুনাফার আশা না করে যৌক্তিক মূল্যে পণ্য বিপণন করতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, কৃষকগণ তাদের কষ্টার্জিত উৎপাদিত পণ্য যথাযথ মূল্যে বিক্রি করতে না পারলে উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে। তাই উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যূনতম বাজার মূল্য নির্ধারণ করে কৃষক পর্যায়ে তার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সুষ্ঠু ও দক্ষ বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপণন ব্যয় হ্রাস করে সহজে ভোক্তাদের হাতে কৃষিপণ্য পৌঁছে দিতে পারলে ভোক্তা যেমন উপকৃত হয়, তেমনি পণ্যের উৎপাদকও লাভবান হন।

দেশের কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়ক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ‘নির্ধারিত কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ এবং আর্থিক বিশ্লেষণ (২০২০-২০২১)’ প্রকাশ করেছে। মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটিতে ২৭টি কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সরকারি/বেসরকারি সংস্থা, কৃষক/ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তা, গবেষক মহলসহ সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের উপকারে আসবে বলে আমি আশা করি।

কাজী আবুল কালাম

সূচিপত্রঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
সারাংশ	০৭
১.০ ভূমিকা	০৮
২.০ পদ্ধতি	০৮-১০
৩.০ বিস্তারিত উৎপাদন খরচ	১১-৩৬
৪.০ আর্থিক বিশ্লেষণ	৩৭
৪.১ লাভজনকতা	৩৭
৪.২ উৎপাদন খরচ এবং কৃষকপ্রাপ্ত মূল্য	৩৭-৪১
৪.৩ বিভিন্ন উপাদানের ফসলভিত্তিক ব্যবহারিক দক্ষতা	৪২-৪৫
৫.০ ২ বছরের উৎপাদন খরচের তুলনা	৪৬
৬.০ উপসংহার	৪৭
তথ্যসূত্র	৪৮

২০২০-২১ সনের জন্য নির্ধারিত কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ এবং আর্থিক বিশ্লেষণ

সারাংশঃ

সরকারের প্রয়োজন এবং গুরুত্ব অনুযায়ী উৎপাদন খরচ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন কৃষিপণ্য নির্বাচন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ধান, গম, ডাল, সরিষা, বিভিন্ন শাকসবজি এবং মশলাসহ মোট ২৭টি কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা হয়েছে। ঋণের সুদ ৯% হিসেবে উৎপাদন খরচ নির্ণয়ে ঋণের সুদের হিসাব করা হয়েছে। সম্ভাব্য বাজারদর বিগত বছরের উৎপাদন খরচ ও বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হিসাব করা হয়েছে। নীচে সংক্ষেপে মূল তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ও জাতীয় গড় উৎপাদন (২০২০-২০২১)

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	গড় মোট উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) টাকা	গড় উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি/একর)	গড় উৎপাদনের খরচ (কেজি/একর) টাকা	মোট আয় (একর প্রতি) টাকা	নীট লাভ (একর প্রতি) টাকা	বিসিআর
০১	পেঁয়াজ	৯১,৯৬৮	৪,৭৮০	১৯.২৪	১,১৯,৫০০	২৭,৫৩২	১.৩
০২	রসুন	৮৬,৫৬২	২,৮০৪	৩০.৮৭	১,৪০,২০০	৫৩,৬৩৮	১.৬
০৩	কাঁচা মরিচ	৮৮,৩৭১	৪,৬৫০	১৯.০০	২,৫১,১০০	১,৬২,৭২৯	২.৮
০৪	সরিষা	২২,৭৫৭	৬৭৩	৩৩.৮৪	৩৩,৫২৯	১০,৭৭২	১.৫
০৫	মসুর	২৮,৮২৬	৭১৫	৪০.৩২	৪৫,৬৫০	১৬,৮২৪	১.৬
০৬	ফুলকপি	১,০০,২৪২	১৩,৫১৪	৭.৪২	১,৮২,৪৪৩	৮২,১৯৭	১.৮
০৭	বাধাকপি	১,০০,০৫০	১৪,১৪৪	৭.০৭	১,৭৭,৬৪৯	৭৭,৫৯৯	১.৮
০৮	সীম	৭০,৬৬৭	৬,৯৭৮	১০.১৩	১,২১,৮৩৬	৫১,১৬৯	১.৭
০৯	টমেটো	৯৩,৯৯৬	১১,৪৫৪	৮.২১	১,৭৪,১০১	৮০,১০৫	১.৯
১০	শসা	৯৭,৩৯৬	১২,১০৮	৮.০৪	১,৭৬,২৯২	৭৮,৮৯৫	১.৮
১১	বেগুন	১,৩৩,৩১৭	১৪,৪৯২	৯.২০	২,০৫,৯৩১	৭২,৬১৪	১.৫
১২	লাউ	৬৯,৬২৫	১৩,০৫৬	৫.৩৩	১,৭৬,৫১৩	১,০৬,৮৮৭	২.৫
১৩	কাঁচা পেঁপে	৯২,৮৮৪	১৯,৬৬৭	৪.২৭	১,৭৯,৩৯৩	৮৬,৫০৯	১.৯
১৪	ঢেঁড়স	৪৮,৪৫২	৪,৪৯১	১০.৭৯	৮২,১৪৬	৩৩,৬৯৪	১.৭
১৫	আলু	১,০৭,৪৭০	১১,০৪০	৯.৭৩	১,৭৭,৪০৩	৬৯,৯৩৩	১.৭
১৬	আমন ধান	৪৫,৪৯৮	১,৭০০	২৫.২৬	৫০,১৫০	৪,৬৫২	১.১০
১৭	আমন চাল	৪৬,৩৪৮	১,১২২	৩৭.৭৭	৪৮,৮৪৬	২,৪৯৮	১.০৫
১৮	বোরো ধান	৬৯,৬৩৩	২,৫০০	২৬.০১	৭৪,৬০০	৪,৯৬৭	১.০৭
১৯	বোরো চাল	৭২,৫৩৩	১,৬৫০	৩৮.৯৬	৭৪,২৫০	১,৭১৭	১.০২
২০	গম	৪০,৩৯৫	১,৫০০	২৬.৯৩	৪৩,৩০০	২,৯০৫	১.০০
২১	চিচিংগা	১,০০,০২২	১২,০৪৪	৮.৩০	১,৮৪,৯০৮	৮৪,৮৮৬	১.৮
২২	ঝিংগা	১,০০,১০৫	১১,৯৬৬	৮.৩৮	১,৮০,৮২৩	৮০,৭১৮	১.৮
২৩	পটল	৯৫,৫৬৪	১২,৭১১	৭.৫২	১,৮২,৮২৮	৮৭,২৬৪	১.৯
২৪	করলা	৯০,২৮৪	৮,০১৭	১১.৪৭	১,৭৪,৮২৫	৮৪,৫৪১	১.৯
২৫	চালকুমড়া	৬৮,৯৩৭	৯,৮৮৯	৬.৯৭	১,৬৭,১২২	৯৮,১৮৫	২.৪
২৬	মিষ্টিকুমড়া	৬৬,৭৯৮	৯,৯৭৮	১৪.৯১	১,৪৮,৮০৪	৮২,০০৬	২.২
২৭	বরবটি	৫২,৫১৫	৫,৩৫৬	৯.৮১	১,৪৬,০৮৮	৯৩,৫৭৩	২.৮

*BCR- Benefit Cost Ratio

ভূমিকা:

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কৃষির গুরুত্ব এখনও অপরিসীম। জিডিপিতে কৃষির অবদান ১২.১৩% এবং দেশের ৪১% ভাগ মানুষ সরাসরি কৃষিকাজে জড়িত। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থান ও আয়ের প্রধান উৎস হলো কৃষি। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি টেকসই রাখতে কৃষি অন্যতম ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কৃষিকে সচল রাখতে হলে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং বাজারে সহনশীল মূল্যধারা বজায় রাখা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য। ফলে তথ্য উপাত্তভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে (কৃষক, পাইকারি এবং খুচরা) যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এ অধিদপ্তরের অন্যতম একটি কাজ। এছাড়া সময় সময় সরকারের সংগ্রহ মূল্য এবং কৃষিপণ্য হতে প্রক্রিয়াজাত কৃষিজাত পণ্যের মূল্য নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি। এ সকল তথ্য-উপাত্ত সরকারের নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর ফলে ক্রেতা তাঁর ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য পূর্বাহ্নেই পেতে পারেন।

কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ শুধু নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে তা নয়, বরং উৎপাদনকারীও তার উৎপাদন কাজের দক্ষতার মাত্রা এবং কোন কৃষিপণ্য বেশী লাভজনক সে সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারে, যা তাঁর কৃষিকাজের উৎপাদন মিশ্রণ, বিনিয়োগ, বিপণন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে (FAO, 2016)।

সরকারের প্রয়োজন এবং গুরুত্ব অনুযায়ী উৎপাদন খরচ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন কৃষিপণ্য নির্বাচন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ধান, চাল, গম, বিভিন্ন শাকসবজি এবং মশলাসহ মোট ২৭টি কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা হয়েছে। নির্ণীত উৎপাদন খরচ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের কৃষক হতে সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন ধাপে যৌক্তিক (যেমন মজুতকারি, পাইকারি এবং খুচরা) মূল্য নির্ধারণে সহায়ক হবে। প্রতিবেদনটিতে নির্ধারিত ফসলসমূহের গড় উৎপাদনে খরচ, গড় উৎপাদন পরিমাণ, লাভজনকতা, উৎপাদনের সময়কাল, বিভিন্ন উপাদানের ফসলভিত্তিক ব্যবহারিক দক্ষতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা প্রদান করা হয়েছে।

২.০ কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ পদ্ধতি:

২.১ নমুনায়ন পদ্ধতি:

উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নমুনা বাছাই-এর ক্ষেত্রে মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে- উৎপাদন খরচ বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় নির্বাচিত কৃষিপণ্যসমূহের অধিক উৎপাদন এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত কৃষিপণ্যের প্রধান উৎপাদন এলাকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মোট দেশজ উৎপাদনের কমপক্ষে ৫০% বা তার অধিক উৎপাদন এলাকা বা জেলাসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে- মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এলাকা সংশ্লিষ্ট চাষি বা কৃষকের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর আওতাধীন কৃষক বিপণন দলের প্রতিনিধিত্ব করে, এমন চাষিগণেরও তালিকা করা হয়েছে। পরবর্তীতে জমির পরিমাণের ভিত্তিতে (বিবিএস, ২০১৫) বড়, মাঝারী, এবং ছোট হিসাবে এলাকা সংশ্লিষ্ট চাষি বা কৃষকের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে- নির্ধারিত জেলাসমূহের আওতায় অধিক উৎপাদনকারী উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর মাঠ পর্যায়ের লোকবলের সহায়তায় নির্বাচিত কৃষিপণ্যের প্রতিটির ক্ষেত্রে এলাকা সংশ্লিষ্ট চাষি বা কৃষকের তালিকা হতে মোট ১৫ জন কৃষকের নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৫ জন কৃষকের মধ্যে ০৬ জন কৃষক বিপণন দলের প্রতিনিধিত্ব করে, যার আওতাধীন কৃষকের সংখ্যা দলপ্রতি ১০ জন করে কমপক্ষে ৬০ জন। অবশিষ্ট ০৯ জন কৃষক এর মধ্যে ০৩ জন বড়, ০৩ জন মাঝারী এবং ০৩ জন ছোট কৃষক। কৃষকগণের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জেলাভিত্তিক উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা হয়েছে। পরবর্তীতে, প্রতিটি পণ্যের জন্য নির্ধারিত সকল জেলার গড় মানসমূহের সরল গড় মানকে জাতীয় গড় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

২.২ নমুনা সংখ্যা:

প্রতিটি পণ্যের জন্য কমপক্ষে ১০০ নমুনা হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তবে আলুর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩৩০ এবং মরিচের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৯০টি নমুনা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে পণ্য এবং জেলা প্রতি মোট ৬০ জন কৃষকের প্রতিনিধিত্ব করে এমন ৬ জন কৃষকের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) করা হয়েছে। এ কারণে বলা যায় জেলা এবং পণ্যপ্রতি মোট ৬০+৯=৬৯ জন কৃষকের উপাত্তের আলোকে প্রতিটি পণ্যের বিভিন্ন নির্বাচিত জেলাভিত্তিক উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে সরল গড় করে জাতীয় গড় হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

1. https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?end=2019&locations=BD&start=1960&view=chart
2. জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮

বিভিন্ন ফসলের জন্য নির্ধারিত জেলার নাম, সংখ্যা এবং মোট নমুনা সংখ্যা

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	উপাত্ত সংগৃহীত জেলার সংখ্যা	মোট নমুনার আকার	উপাত্ত সংগৃহীত জেলার নাম
০১	পেঁয়াজ	১৯	১৯x১৫=২৮৫	ফরিদপুর, মেহেরপুর, পাবনা, রাজশাহী, যশোর, মাগুড়া, মাদারিপুর, শরীয়তপুর, রংপুর, নওগাঁ, নাটোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, গাইবান্ধা, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ
০২	রসুন	১৭	১৭x১৫=২৫৫	ফরিদপুর, মেহেরপুর, পাবনা, নাটোর, মানিকগঞ্জ, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি, ময়মনসিংহ, গাইবান্ধা, কুমিল্লা, ঝিনাইদহ, শরীয়তপুর, নরসিংদী, মাগুড়া, কুড়িগ্রাম
০৩	মরিচ	০৬	৬x১৫=৯০	ফরিদপুর, নরসিংদী, বগুড়া, মেহেরপুর, সিরাজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা
০৪	সরিষা	১৪	১৪x১৫=২১০	শরীয়তপুর, ফরিদপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ, সাতক্ষীরা, নড়াইল, গাইবান্ধা, কুষ্টিয়া, রংপুর, নওগাঁ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা
০৫	মসুর	১৩	১৩x১৫=১৯৫	ফরিদপুর, মেহেরপুর, পাবনা, বগুড়া নড়াইল, রাজবাড়ি, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া, কুষ্টিয়া, গোপালগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, শরীয়তপুর, কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ
০৬	ফুলকপি	০৭	৭x১৫=১০৫	ঢাকা, রংপুর, মানিকগঞ্জ, বগুড়া, নড়াইল, ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম
০৭	বাঁধাকপি	০৯	৯x১৫=১৩৫	ঢাকা, রংপুর, মানিকগঞ্জ, যশোর, নড়াইল, ঝালকাঠি, গাজীপুর, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া, বাগেরহাট
০৮	সীম	০৯	৯x১৫=১৩৫	রংপুর, বগুড়া, শেরপুর, মানিকগঞ্জ, নাটোর, নরসিংদী, ঝালকাঠি, যশোর, বাগেরহাট
০৯	টমেটো	১৩	১৩x১৫=১৯৫	রংপুর, ঝালকাঠি, মানিকগঞ্জ, বগুড়া, চট্টগ্রাম, নরসিংদী, কুমিল্লা, রাজশাহী, ঢাকা, যশোর, গাজীপুর, টাংগাইল, পঞ্চগড়
১০	শসা	১২	১২x১৫=১৮০	বগুড়া, পাবনা, মেহেরপুর, রাজশাহী, নড়াইল, মাগুড়া, ঢাকা, ঝালকাঠি, নাটোর, মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, কিশোরগঞ্জ
১১	বেগুন	১২	১২x১৫=১৮০	বগুড়া, পাবনা, মেহেরপুর, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নড়াইল, নরসিংদী, মাগুড়া, কুষ্টিয়া, ঝালকাঠি, মানিকগঞ্জ
১২	লাউ	০৮	৮x১৫=১২০	রংপুর, বগুড়া, পাবনা, গাজীপুর, টাংগাইল, নড়াইল, খুলনা, জামালপুর
১৩	কাঁচা পেপে	১৪	১৪x১৫=২১০	বগুড়া, পাবনা, নওগাঁ, নাটোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, চট্টগ্রাম, যশোর, মাগুড়া, ঝালকাঠি, মানিকগঞ্জ, খুলনা
১৪	ঢেঁড়স	১০	১০x১৫=১৫০	যশোর, কুষ্টিয়া, ঝালকাঠি, পাবনা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মাগুড়া, চট্টগ্রাম, খুলনা
১৫,১৬	আমন ধান ও চাল	১২	১২x১৫=১৮০	ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুড়া, পটুয়াখালী, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী, নোয়াখালী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, যশোর
১৭,১৮	বোরো ধান ও চাল	১৫	১৫x১৫=২২৫	ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুড়া, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নওগাঁ, নেত্রকোনা, দিনাজপুর, টাংগাইল, কিশোরগঞ্জ, গাইবান্ধা, যশোর, কুমিল্লা, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর
১৯	গম	১৪	১৪x১৫=২১০	ফরিদপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, বগুড়া, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, পঞ্চগড়, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া
২০	আলু	২২	২২x১৫=৩৩০	রংপুর, কুষ্টিয়া, ঝালকাঠি, মানিকগঞ্জ, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, নওগাঁ, যশোর, শেরপুর, টাংগাইল, জয়পুরহাট, মুন্সিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, দিনাজপুর, জামালপুর, বগুড়া, খুলনা, ফরিদপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর
২১	চিচিংগা	০৯	৯x১৫=১৩৫	নড়াইল, ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম, খুলনা, ঢাকা, যশোর, পটুয়াখালী, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া, জামালপুর
২২	ঝিংগা	১২	১২x১৫=১৮০	ঢাকা, নড়াইল, ঝালকাঠি, রাজশাহী, যশোর, জামালপুর, বগুড়া, খুলনা, কুষ্টিয়া, পাবনা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	উপাত্ত সংগৃহীত জেলার সংখ্যা	মোট নমুনার আকার	উপাত্ত সংগৃহীত জেলার নাম
২৩	পটল	০৯	৯x১৫=১৩৫	বগুড়া, নড়াইল, খুলনা, ঢাকা, যশোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, রাজশাহী
২৪	করলা	১২	১২x১৫=১৮০	দিনাজপুর, ঢাকা, নড়াইল, ঝালকাঠি, রাজশাহী, বগুড়া, খুলনা, পাবনা, পটুয়াখালী, বান্দরবান, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৫	চালকুমড়া	০৯	৯x১৫=১৩৫	ঝালকাঠি, রাজশাহী, চুয়াডাঙ্গা, ঢাকা, পাবনা, জামালপুর, দিনাজপুর, যশোর, কুষ্টিয়া
২৬	মিষ্টিকুমড়া	০৯	৯x১৫=১৩৫	খাগড়াছড়ি, ঝালকাঠি, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা, জামালপুর, মেহেরপুর
২৭	বরবটি	০৯	৯x১৫=১৩৫	খাগড়াছড়ি, ঝালকাঠি, চুয়াডাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, খুলনা, রাজশাহী, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, দিনাজপুর

উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে জেলায় যে কৃষিপণ্য সর্বাধিক উৎপাদিত হয় সে জেলাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

২.৩ উপাত্ত সংগ্রহের সময়কাল এবং পদ্ধতি:

উপাত্তসমুহ প্রতিটি কৃষিপণ্যের উৎপাদন কাল শেষ হওয়ার পূর্বে এবং বিশেষ করে কর্তনকালের পূর্বে সংগ্রহ করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে কৃষিপণ্যভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ছক ব্যবহার করা হয়েছে (সংযুক্তি-১) এবং মুখোমুখি ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে সকল ক্ষেত্রেই কোভিড-১৯ এর জন্য নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া পণ্যভিত্তিক ০৬টি এফএমজি বা কৃষক বিপণন দলের ৬০ জন কৃষকের প্রতিনিধি হিসাবে ০৬ জন কৃষকের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশান করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে টেলিফোন এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মোবাইলের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় হতে সরাসরি কিছু কৃষকের সাথে আলাপ করে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য উপাত্তসমূহ ২০২০-২১ অর্থবছরের নির্ধারিত ফসলসমূহের উৎপাদন মৌসুমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪ কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় পরিমাপ পদ্ধতি:

কৃষিপণ্যের উৎপাদান খরচ নির্ণয়ের একাউন্টিং, পরিসংখ্যান এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতিসমূহের (FAO, 2016; Luca, et.al. 2008) মধ্যে একাউন্টিং পদ্ধতি এবং লাভ ও উৎপাদন খরচ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিম্নের সূত্র প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে ব্যবহার করা হয়েছে।

$\pi = P_F.Q_F + P_S.Q_S - \sum(P_{xi} Q_{xi}) - TFC$ (Akter. et.al. 2019)

এখানে, π = লাভ/একর (১০০ শতক)

TFC = মোট স্থায়ী খরচ/ব্যায় /একর (১০০ শতক)

Q_F = উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ/একর (১০০ শতক)

Q_S = উৎপাদিত পণ্যের সাথে উৎপাদিত উপজাতের পরিমাণ/একর (১০০ শতক)

P_F = উৎপাদিত পণ্যের সম্ভাব্য বাজার মূল্য টাকা/কেজি

P_S = উৎপাদিত উপজাতের সম্ভাব্য বাজার মূল্য টাকা/কেজি

P_{xi} = ব্যবহৃত উপাদানসমূহের ইউনিট প্রতি বাজার মূল্য

Q_{xi} =ব্যবহৃত উপাদানসমূহের ব্যবহার এর পরিমাণ।

i = বিভিন্ন উপকরণ (i= 1,2,3,...n)

$\sum(P_{xi} Q_{xi}) + TFC - P_S.Q_S$ = নীট উৎপাদন খরচ/একর (১০০ শতক)

কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয় করতে জমির মূল্য, কৃষি উপকরণ যেমন- পানি (মেশিনে সেচ খরচসহ), সার, বীজ, কীটনাশক, চাষের খরচ, শ্রমিক খরচ (ভাড়াকৃত ও পারিবারিক), ঋণের সুদ এমন সংশ্লিষ্ট সব কিছু বিবেচনায় নিয়ে উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা হয়েছে। কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক সময় উপজাত হিসাবে যা পাওয়া যায় তার মূল্য বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জেলাভিত্তিক উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রতিটি পণ্যের জন্য নির্ধারিত সকল জেলার গড় মানসমূহের সরল গড় মানকে জাতীয় গড় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি পণ্যের লাভজনকতা নির্ধারণে বেনেফিট কস্ট রেশিও নির্ণয়ে নিম্নের সুত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

BCR = মোট আয়/ মোট উৎপাদন খরচ

বিভিন্ন উপকরণের দক্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্রে, "মোট আয়/উপকরণের মোট মূল্য"; এই সূত্র ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়েছে।

৩.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ফসলের একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচঃ

বাংলাদেশের জমি অনেক উর্বর। কৃষক লাভের আশায় ফসল উৎপাদন করে। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকের অবস্থান কতখানি শক্তিশালী তা জানার জন্য উৎপাদন খরচ জানা জরুরি। মোট ২৭টি শাকসবজি, মসলা, ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ, একর প্রতি গড় উৎপাদনের পরিমাণ এবং একর প্রতি আয় ও লাভের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

৩.১ পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: ডিসেম্বর হতে এপ্রিল) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পেঁয়াজের গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ১৯.২৪ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ৯১,৯৬৮ টাকা এবং আয় ১,১৯,৫০০ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ২৭,৫৩২ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি গড় উৎপাদনের পরিমাণ ৪৭৮০ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৩,৮৫৮
২	সার	১১,৫৭১
৩	বীজ	১৮,৪২৯
৪	শ্রমিক	৩৪,৩৫৫
৫	সেচ	৪,১৮৪
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৩,৩০৩
৭	জমির লিজ/ভাড়া	৯,৯৭৪
৮	ঋণের সুদ	৩,৭০৭
৯	অন্যান্য খরচ	২,৫৮৭
	মোট উৎপাদন খরচ	**৯১,৯৬৮**
	মোট গড় উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	৪,৭৮০
	কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	**১৯.২৪**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (প্রতি কেজি)	২৫
	মোট আয়	১১,৯৫০০
	নীট লাভ	**২৭,৫৩২**

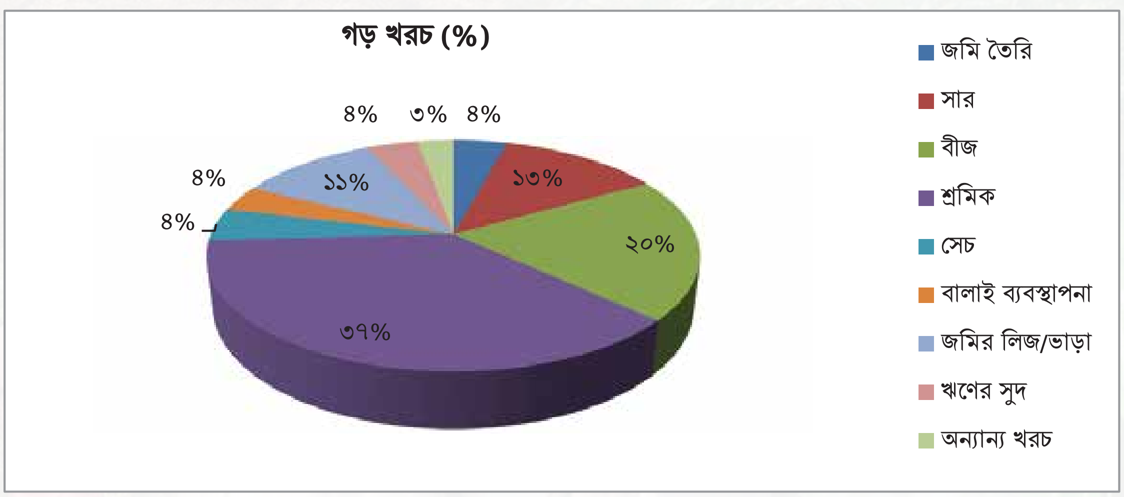

৩.২ রসুনের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: নভেম্বর হতে মার্চ) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে রসুনের গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৩০.৮৭ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ৮৬,৫৬২ টাকা এবং আয় ১,৪০,২০০ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৫৩,৬৩৮ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি গড় উৎপাদনের পরিমাণ ২৮০৪ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৩,২১৫
২	সার	৮,৮৪০
৩	বীজ	১৮,৭৮০
৪	শ্রমিক	৩১,৫১৫
৫	সেচ	৪,১০০
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	২,২২১
৭	জমির লিজ/ভাড়া	১১,৯১২
৮	ঋণের সুদ	৩,৬৮০
৯	অন্যান্য খরচ	২,৩০০
	মোট উৎপাদন খরচ	**৮৬,৫৬২**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	২,৮০৪
	কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	**৩০.৮৭**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (প্রতি কেজি)	৫০
	মোট আয়	১,৪০,২০০
	নীট লাভ	**৫৩,৬৩৮**

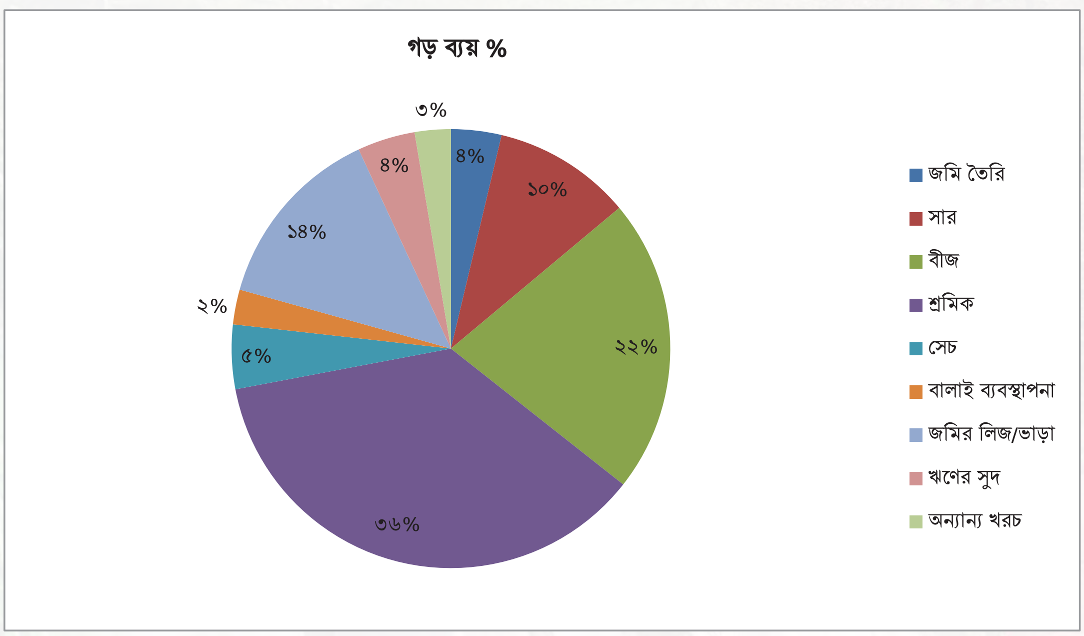

৩.৩ কাঁচামরিচের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কাঁচামরিচের গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ১৯.০০ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ৮৮,৩৭১ টাকা এবং আয় ২,৫১,১০০ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ১,৬২,৭২৯ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি গড় উৎপাদনের পরিমাণ ৪৬৫০ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৪,৬০০
২	সার	৯,৫৮৯
৩	বীজ	৬,৪০৮
৪	শ্রমিক	৪০,৪০০
৫	সেচ	৫,২৮৩
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৫,৫০০
৭	জমির লিজ/ভাড়া	৮,৩৩৩
৮	ঋণের সুদ	৩,৭৫৭
৯	অন্যান্য খরচ	৪,৫০০
	মোট উৎপাদন খরচ	**৮৮,৩৭১**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	৪,৬৫০
	কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	**১৯.০০**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (প্রতি কেজি)	৫৪
	মোট আয়	২,৫১,১০০
	নীট লাভ	**১,৬২,৭২৯**

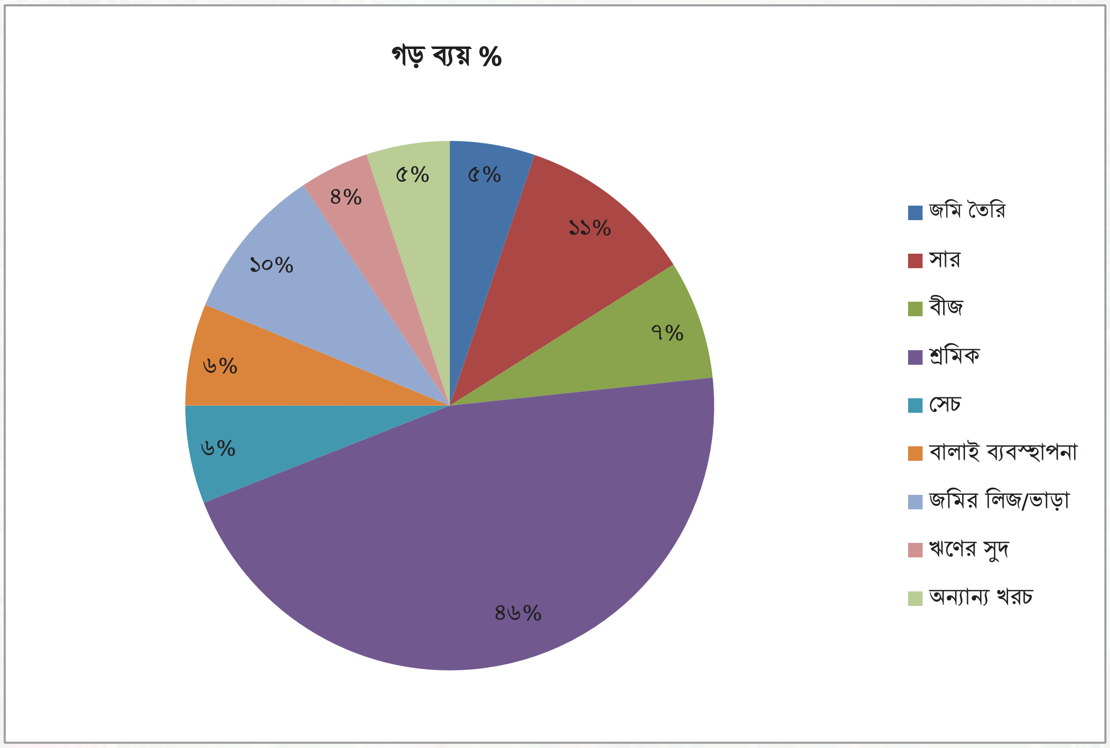

৩.৪ সরিষার উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: নভেম্বর হতে জানুয়ারি) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরিষার গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৩৩.৮৪ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ২২,৭৫৭ টাকা এবং আয় ৩৩,৫২৯ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ১০,৭৭২ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি গড় উৎপাদনের পরিমাণ ৬৭৩ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	২,৩৭৯
২	সার	২,৭৭৩
৩	বীজ	৩৫৭
৪	শ্রমিক	৭,৬১৮
৫	সেচ	১,৭৭১
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৬৮২
৭	জমির লিজ/ভাড়া	৬,০০০
৮	ঋণের সুদ	৬৬৩
৯	অন্যান্য খরচ	৫১৪
	মোট উৎপাদন খরচ	**২২,৭৫৭**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	৬৭৩
	কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	**৩৩.৮৪**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (প্রতি কেজি)	৫০
	মোট আয়	৩৩,৫২৯
	নীট লাভ	**১০,৭৭২**

চিত্র : সরিষার উৎপাদন খরচের শতকরা হার

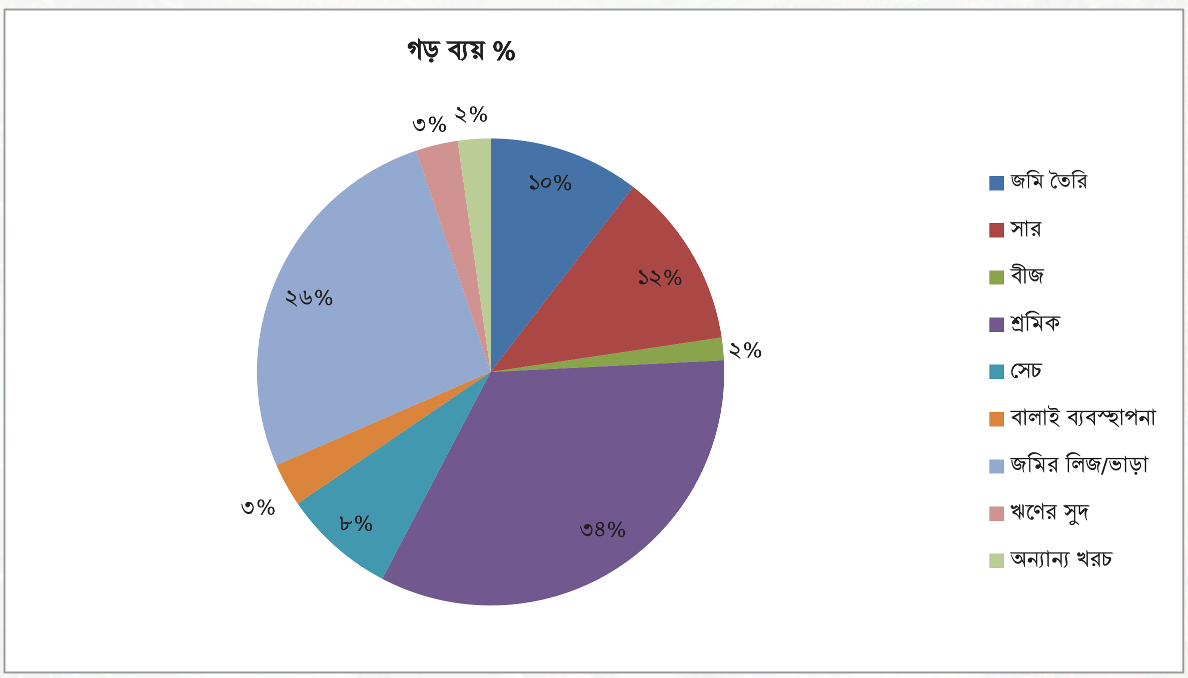

৩.৫ মসুর ফসলের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: অক্টোবর হতে ফেব্রুয়ারি) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মসুরের গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৪০.৩২ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ২৮,৮২৬ টাকা এবং আয় ৪৫,৬৫০ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ১৬,৮২৪ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি গড় উৎপাদনের পরিমাণ ৭১৫ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	২,৭০০
২	সার	৩,২২২
৩	বীজ	২,০১৫
৪	শ্রমিক	১০,৪১৫
৫	সেচ	১,৫১৭
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	১,০৪২
৭	জমির লিজ/ভাড়া	৬,০৭৭
৮	ঋণের সুদ	৮৪০
৯	অন্যান্য খরচ	৯৯৭
	মোট উৎপাদন খরচ	**২৮,৮২৬**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	৭১৫
	কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	**৪০.৩২**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (প্রতি কেজি)	৬৪
	মোট আয়	৪৫,৬৫০
	নীট লাভ	**১৬,৮২৪**

চিত্র : মসুর ফসলের উৎপাদন খরচের শতকরা হার

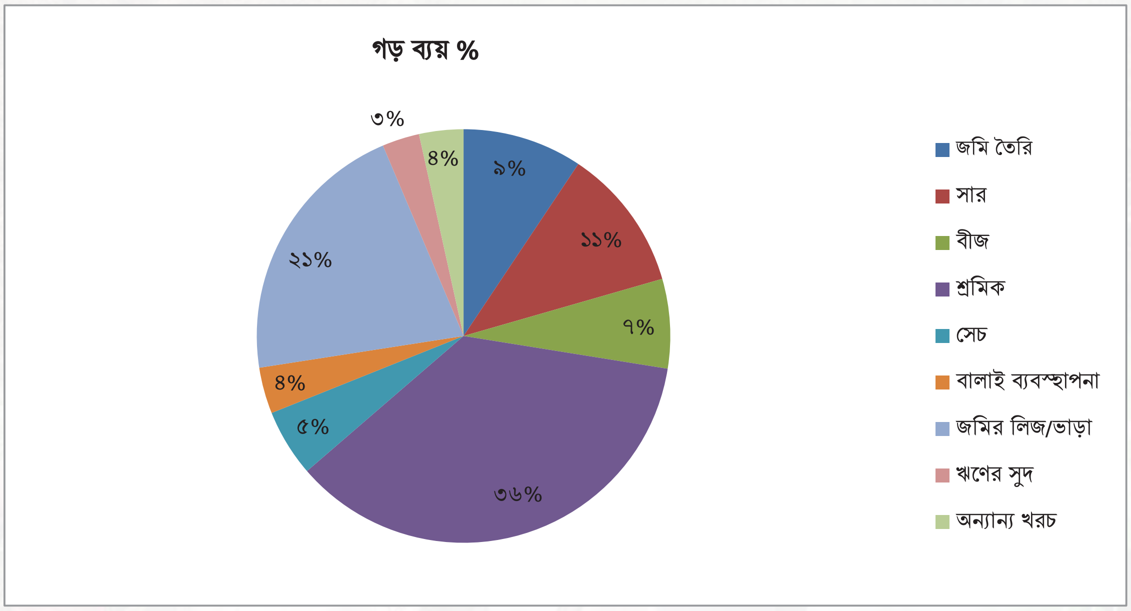

কতিপয় শাকসবজি জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ, উৎপাদনের পরিমাণ, আয় ও লাভ নিম্নে দেখানো হলো:

৩.৬ ফুলকপির উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: অক্টোবর হতে ফেব্রুয়ারি) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ফুলকপির গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৭.৪২ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ১,০০,২৪২ টাকা এবং মোট আয় ১,৮২,৪৩৯ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৮২,১৯৭ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি গড় উৎপাদন ১৩৫১৪ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৪,৬৫৪
২	সার	১৯,৫৮০
৩	বীজ	৬,৭৩০
৪	শ্রমিক	৩০,৪৯৩
৫	সেচ	৬,৩৭৩
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৯,৩১৬
৭	জমির লিজ/ভাড়া	১২,৯৪৪
৮	ঋণের সুদ	২,৯২০
৯	অন্যান্য খরচ	৭,২৩৩
	মোট উৎপাদন খরচ	**১,০০,২৪২**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	১৩,৫১৪
	কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	**৭.৪২**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (প্রতি কেজি)	১৩.৫০
	মোট আয়	১,৮২,৪৩৯
	নীট লাভ	**৮২,১৯৭**

চিত্র: ফুলকপির উৎপাদন খরচের শতকরা হার

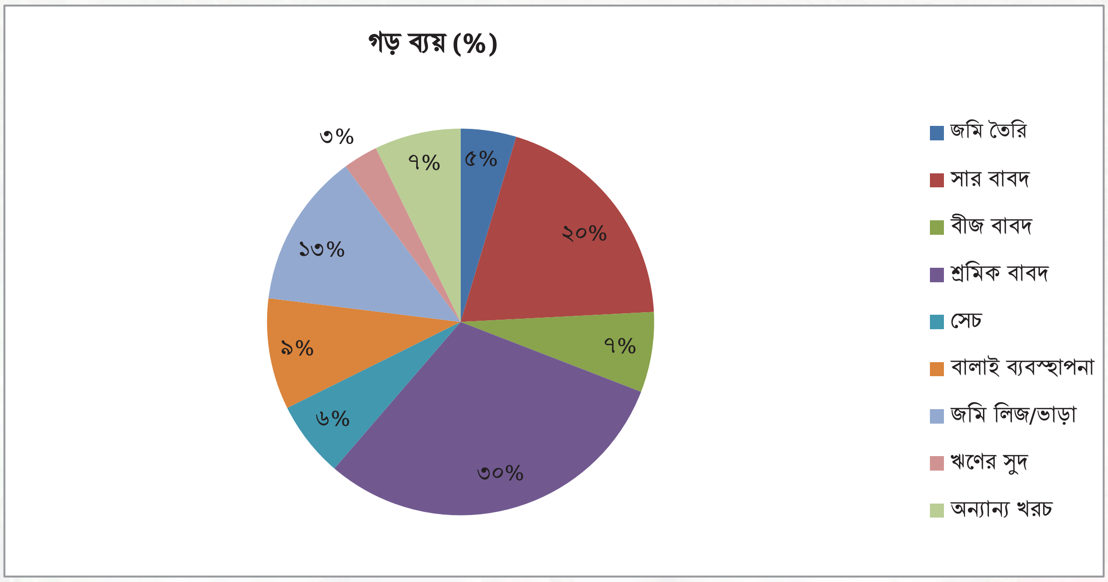

৩.৭ বাঁধাকপির উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: অক্টোবর হতে ফেব্রুয়ারি) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাঁধাকপির গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৭.০৭ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ১,০০,০৫০ টাকা এবং মোট আয় ১,৭৭,৬৪৯ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৭৭,৫৯৯ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি গড় উৎপাদন ১৪,১৪৪ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং	উৎপাদন খরচের খাত	গড় খরচ
১	জমি তৈরি	৪,৪১২
২	সার বাবদ	১৮,২০৯
৩	বীজ বাবদ	৬,৭০৯
৪	শ্রমিক বাবদ	৩০,৭৫২
৫	সেচ	৭,৬০২
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৯,১৮৩
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১৩,২৭৮
৮	ঋণের সুদ	২,৯১৪
৯	অন্যান্য খরচ	৬,৯৯১
	একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	**১,০০,০৫০**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	১৪,১৪৪
	কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	**৭.০৭**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি/টাকা)	১২.৫৬
	মোট আয়	১,৭৭,৬৪৯
	নীট লাভ	**৭৭,৫৯৯**

চিত্র : বাঁধাকপির উৎপাদন খরচের শতকরা হার

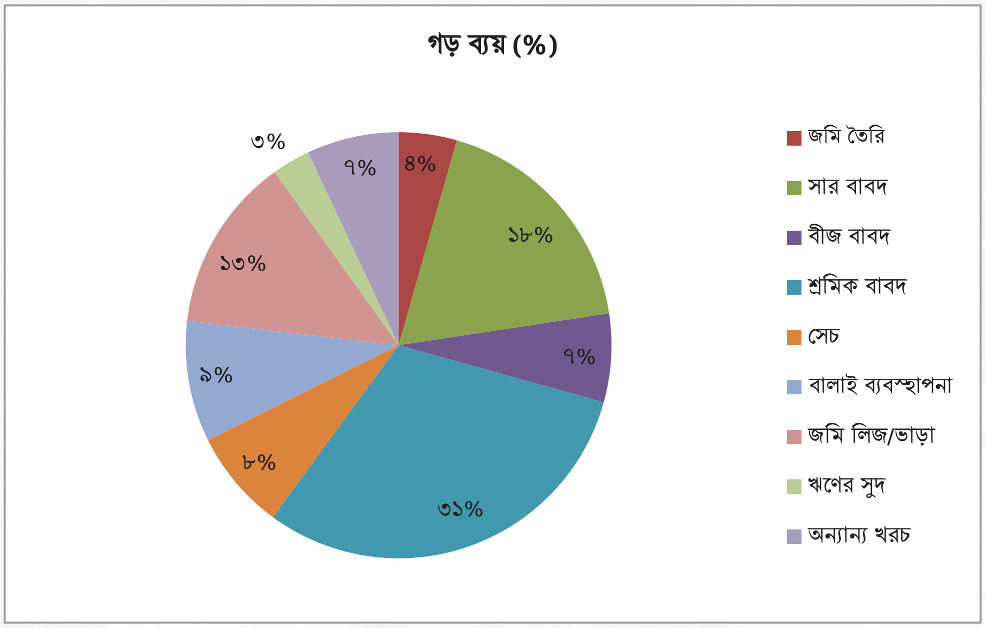

৩.৮ সীমের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: অক্টোবর হতে মার্চ) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সীমের গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ১০.১৩ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ৭০,৬৬৭ টাকা এবং মোট আয় ১,২১,৮৩৬ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৫১,১৬৯ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি গড় উৎপাদন ৬,৯৭৮ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং	উৎপাদন খরচের খাত	গড় খরচ
১	জমি তৈরি	৩,১৯৩
২	সার বাবদ	৭,৯০৪
৩	বীজ বাবদ	৩,৮৩৩
৪	শ্রমিক বাবদ	২৯,৮৬৭
৫	সেচ	৩,৪৭৮
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৩,৫০০
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১২,৮৮৯
৮	ঋণের সুদ	২,০৫৮
৯	অন্যান্য খরচ	৩,৯৪৪
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**৭০,৬৬৭**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	৬,৯৭৮
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**১০.১৩**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি/টাকা)	১৭.৪৬
	মোট আয়	১,২১,৮৩৬
	নীট লাভ	**৫১,১৬৯**

চিত্র : সীমের উৎপাদন খরচের শতকরা হার

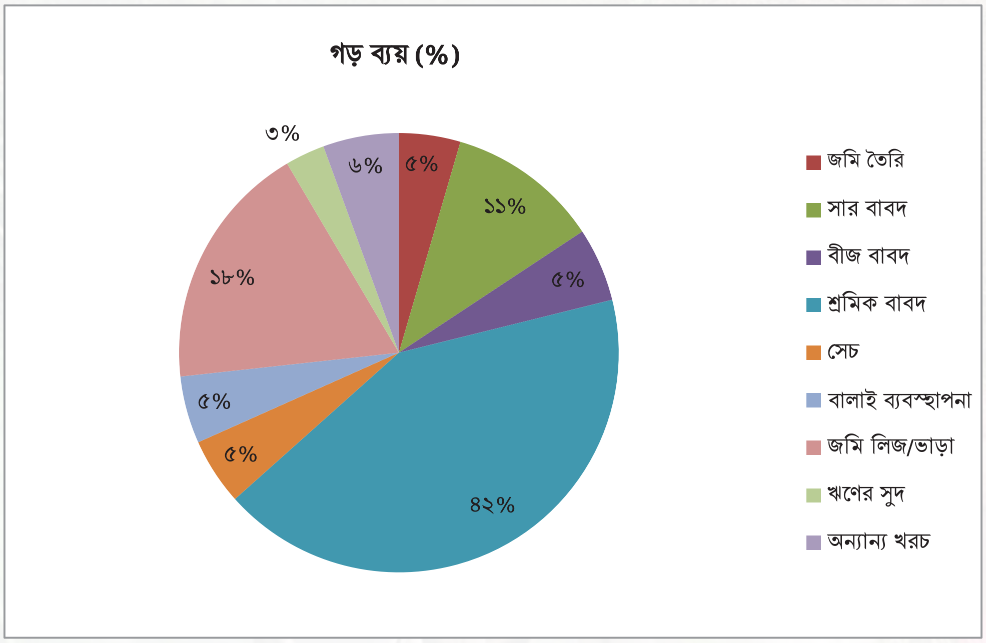

৩.৯ টমেটোর উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: অক্টোবর হতে মার্চ) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে টমেটোর গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৮.২১ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ৯৩,৯৯৬ টাকা এবং মোট আয় ১,৭৪,১০১ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৮০,১০৫ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি গড় উৎপাদন ১১,৪৫৪ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৩,১৯৩
২	সার বাবদ	৭,৯০৪
৩	বীজ বাবদ	৩,৮৩৩
৪	শ্রমিক বাবদ	২৯,৮৬৭
৫	সেচ	৩,৪৭৮
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৩,৫০০
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১২,৮৮৯
৮	ঋণের সুদ	২,০৫৮
৯	অন্যান্য খরচ	৩,৯৪৪
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**৭০,৬৬৭**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	৬,৯৭৮
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**১০.১৩**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি/টাকা)	১৭.৪৬
	মোট আয়	১,২১,৮৩৬
	নীট লাভ	**৫১,১৬৯**

চিত্র : সীমের উৎপাদন খরচের শতকরা হার

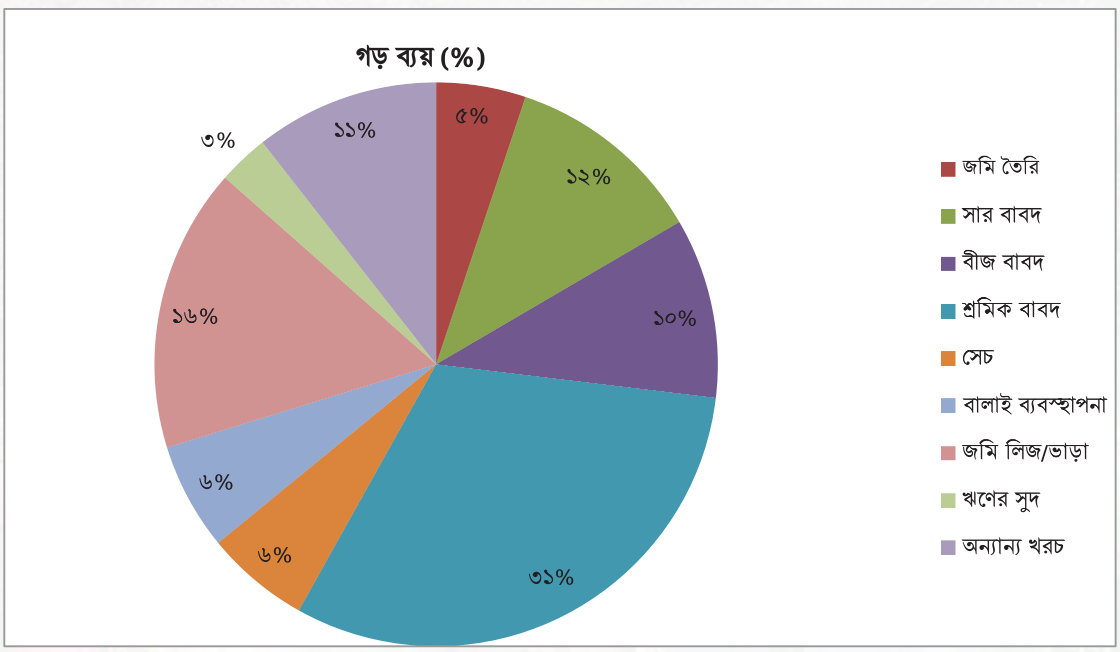

৩.১০ শসার উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: জানুয়ারি হতে মার্চ) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে শসার গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৮.০৪ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ৯৭,৩৯৭ টাকা এবং মোট আয় ১,৭৬,২৯২ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৭৮,৮৯৫ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি গড় উৎপাদন ১২,১০৮ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৪,০৮৮
২	সার বাবদ	১৩,৬৬৮
৩	বীজ বাবদ	৪,৯৪০
৪	শ্রমিক বাবদ	৪০,৯৭৫
৫	সেচ	৪,৩৫৫
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৪,৩৭৫
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১৫,৬৬৭
৮	ঋণের সুদ	২,৮১৬
৯	অন্যান্য খরচ	৬,৫১৩
	একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	**৯৭,৩৯৭**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	১২,১০৮
	কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	**৮.০৪**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি/টাকা)	১৪.৫৬
	মোট আয়	১,৭৬,২৯২
	নীট লাভ	**৭৮,৮৯৫**

চিত্র : শসার উৎপাদন খরচের শতকরা হার

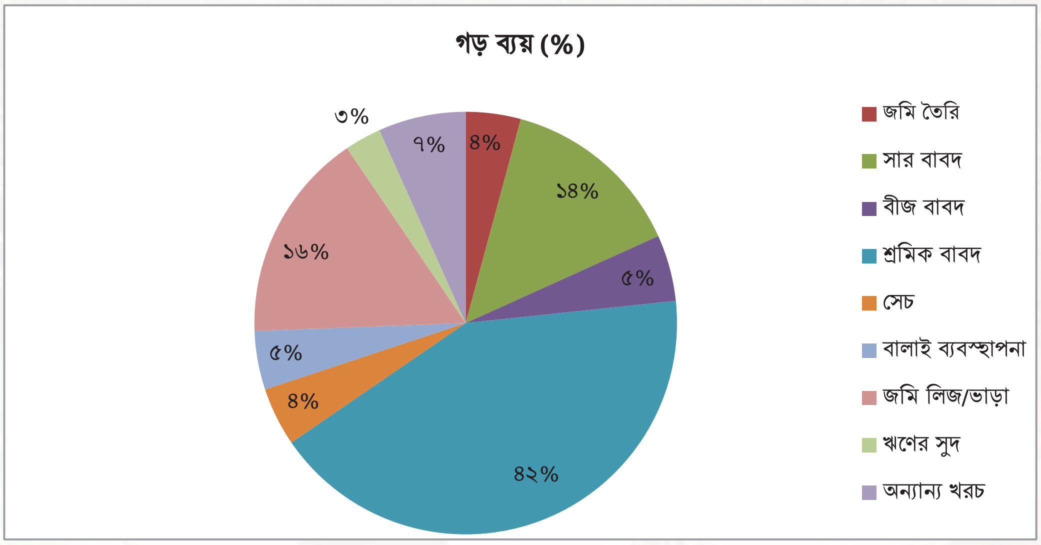

৩.১১ বেগুন ফসলের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: অক্টোবর হতে ফেব্রুয়ারি) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বেগুনের গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৯.২০ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ১,৩৩,৩১৭ টাকা এবং মোট আয় ২,০৫,৯৩১ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৭২,৬১৪ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি গড় উৎপাদন ১৪,৪৯২ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৫,১২১
২	সার বাবদ	২০,২৩৭
৩	বীজ বাবদ	৯,৭০৮
৪	শ্রমিক বাবদ	৪৩,২৪৫
৫	সেচ	১২,৪৩৮
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	১২,২৪২
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১৬,০৮৩
৮	ঋণের সুদ	৩,৮৩৯
৯	অন্যান্য খরচ	১০,৪০৫
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**১,৩৩,৩১৭**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	১৪,৪৯২
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**৯.২০**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি/টাকা)	১৪.২১
	মোট আয়	২,০৫,৯৩১
	নীট লাভ	**৭২,৬১৪**

চিত্র : বেগুনের উৎপাদন খরচের শতকরা হার

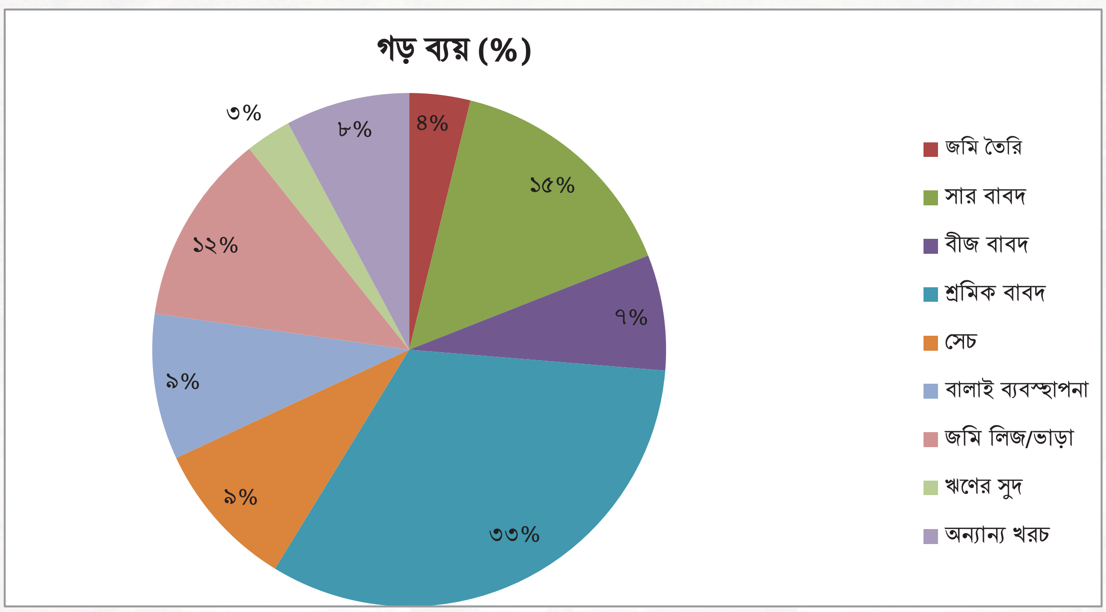

৩.১২ লাউ ফসলের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: অক্টোবর হতে মার্চ) :

২০২০-২০২১ লাউ এর গড় উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৫.৩৩ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ৬৯,৬২৬ টাকা এবং মোট আয় ১,৭৬,৫১৩ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ১,০৬,৮৮৭ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি মোট গড় উৎপাদন ১৩,০৭৫ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		**টাকায়**
ক্রমিক নং	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৩,৯৩৫
২	সার বাবদ	৭,১২৩
৩	বীজ বাবদ	৩,৬৯৩
৪	শ্রমিক বাবদ	২৪,৫৮৬
৫	সেচ	৪,৬৮০
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৫,৬১৬
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১২,৩৭৫
৮	ঋণের সুদ	২,০২৮
৯	অন্যান্য খরচ	৫,৫৯০
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**৬৯,৬২৬**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	১৩,০৭৫
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**৫.৩৩**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি/টাকা)	১৩.৫০
	মোট আয়	১,৭৬,৫১৩
	নীট লাভ	**১,০৬,৮৮৭**

চিত্র : লাউ এর উৎপাদন খরচের শতকরা হার

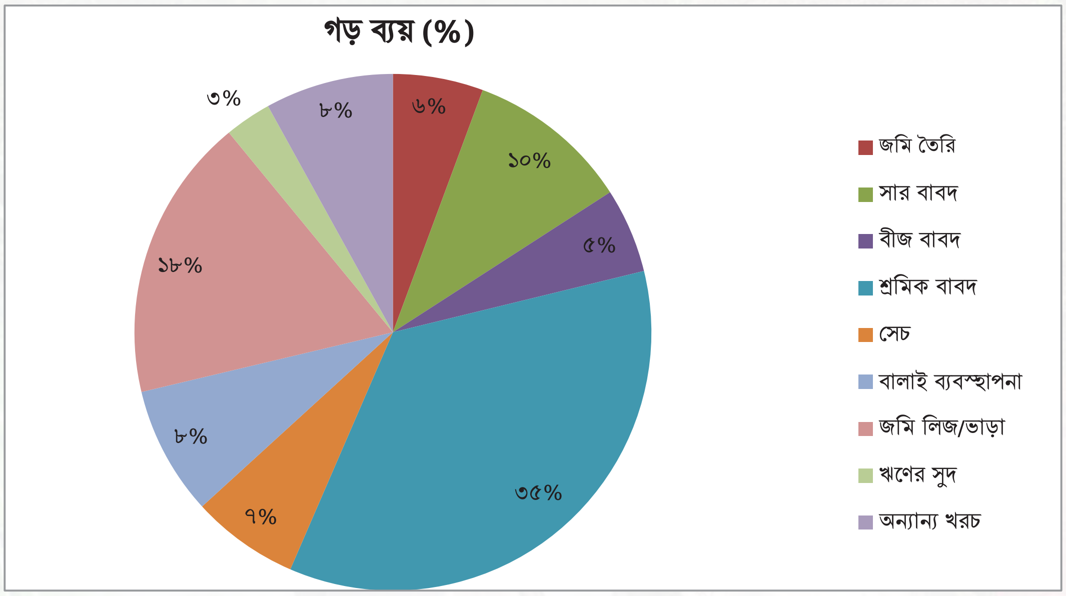

৩.১৩ কাঁচা পেঁপের উৎপাদন খরচ :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কাঁচা পেঁপের গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৪.৭২ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ৯২,৮৮৪ টাকা এবং মোট আয় ১,৭৯,৩৯৩ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৮৬,৫০৯ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি মোট গড় উৎপাদন ১৯,৬৬৭ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৩,৩৯৩
২	সার বাবদ	২২,০৩১
৩	বীজ বাবদ	৬,০৭০
৪	শ্রমিক বাবদ	২৪,৩৯০
৫	সেচ	৪,২৩৭
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৫,০৩৩
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১৯,৬৬৭
৮	ঋণের সুদ	২,৭০৫
৯	অন্যান্য খরচ	৫,৩৫৭
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**৯২,৮৮৪**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	১৯,৬৬৭
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**৪.৭২**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি/টাকা)	৯.১২
	মোট আয়	১,৭৯,৩৯৩
	নীট লাভ	**৮৬,৫০৯**

চিত্র : কাঁচা পেঁপের উৎপাদন খরচের শতকরা হার

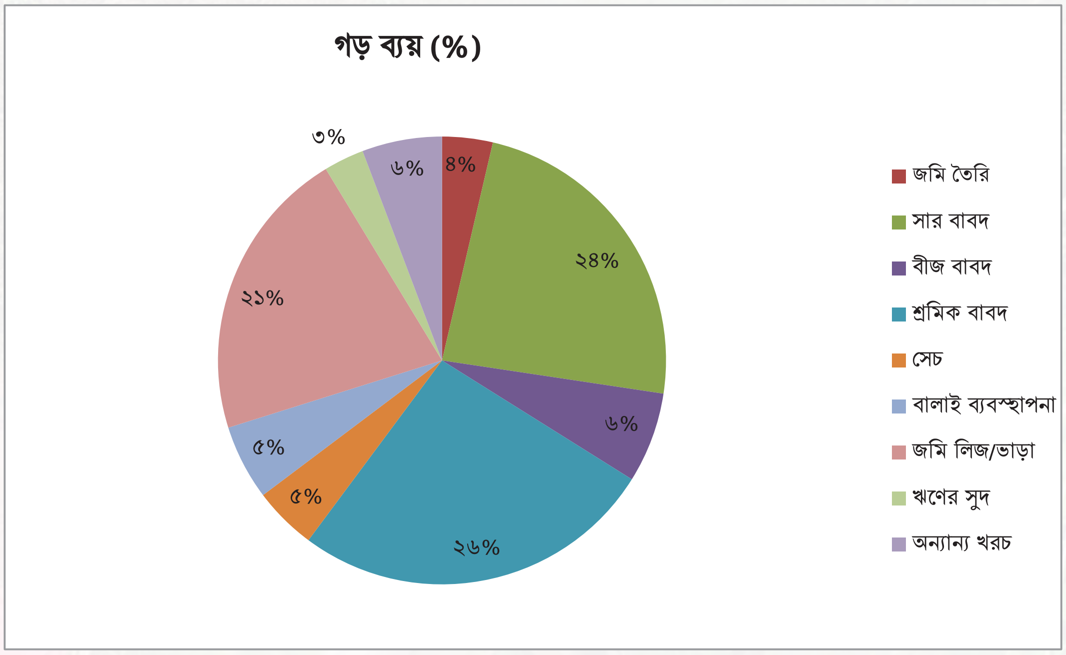

৩.১৪ ঢেঁড়সের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: অক্টোবর হতে জানুয়ারি) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঢেঁড়সের গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ১০.৭৯ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ৪৮,৪৫২ টাকা এবং মোট আয় ৮২,১৪০ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৩৩,৬৮৮ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি গড় উৎপাদন ৪,৪৯১ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং	উৎপাদন খরচের খাত	গড় খরচ
১	জমি তৈরি	৩,০৯৪
২	সার বাবদ	৬,১৫০
৩	বীজ বাবদ	৪,৫৭৬
৪	শ্রমিক বাবদ	১০,১৮৮
৫	সেচ	৩,৪৮৭
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৪,৮৮৩
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১০,২০০
৮	ঋণের সুদ	১,৪১১
৯	অন্যান্য খরচ	৪,৪৬৩
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**৪৮,৪৫২**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	৪,৪৯১
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**১০.৭৯**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি/টাকা)	১৮.২৯
	মোট আয়	৮২,১৪০
	নীট লাভ	**৩৩,৬৮৮**

চিত্র : ঢেঁড়সের উৎপাদন খরচের শতকরা হার

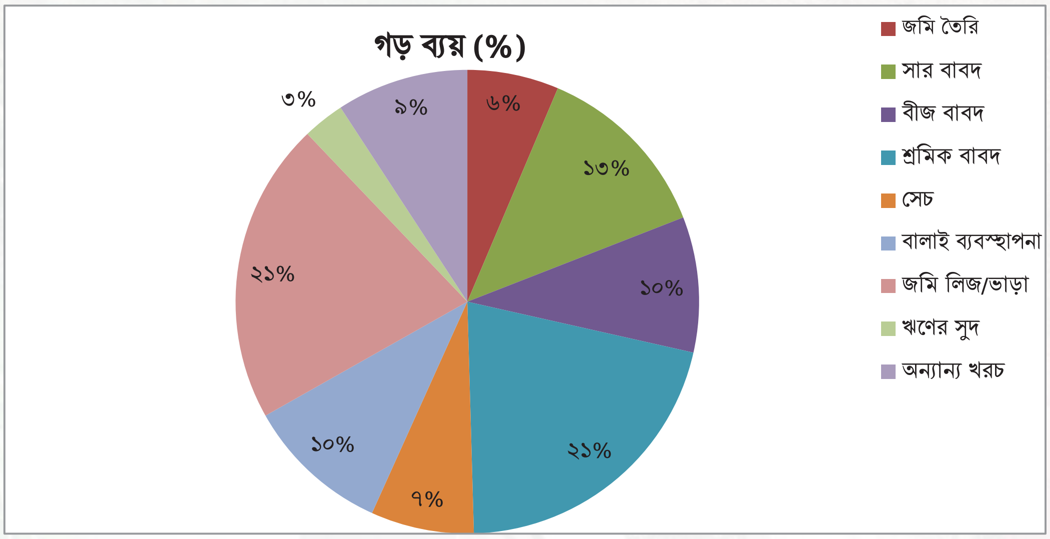

৩.১৫ আলুর উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: অক্টোবর হতে ফেব্রুয়ারি) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আলুর গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৯.৭৩ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ১,০৭,৪৭০ টাকা এবং মোট আয় ১,৭৭,৪০৩ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৬৯,৯৩৩ টাকা। সংগৃহীত তথ্যমতে একর প্রতি মোট গড় উৎপাদন ১১,০৪০ কেজি ।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং.	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৪,২৮৮
২	সার বাবদ	১৩,২০৬
৩	বীজ বাবদ	২৯,৯৫৯
৪	শ্রমিক বাবদ	২৭,৩৩০
৫	সেচ	৪,৯২১
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৪,৪১৫
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১৬,১৩৬
৮	ঋণের সুদ	৩,১৩০
৯	অন্যান্য খরচ	৪০৮৪
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**১,০৭,৪৭০**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	১১,০৪০
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**৯.৭৩**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি/টাকা)	১৬.০৭
	মোট আয়	১,৭৭,৪০৩
	নীট লাভ	**৬৯,৯৩৩**

চিত্র : আলুর উৎপাদন খরচের শতকরা হার

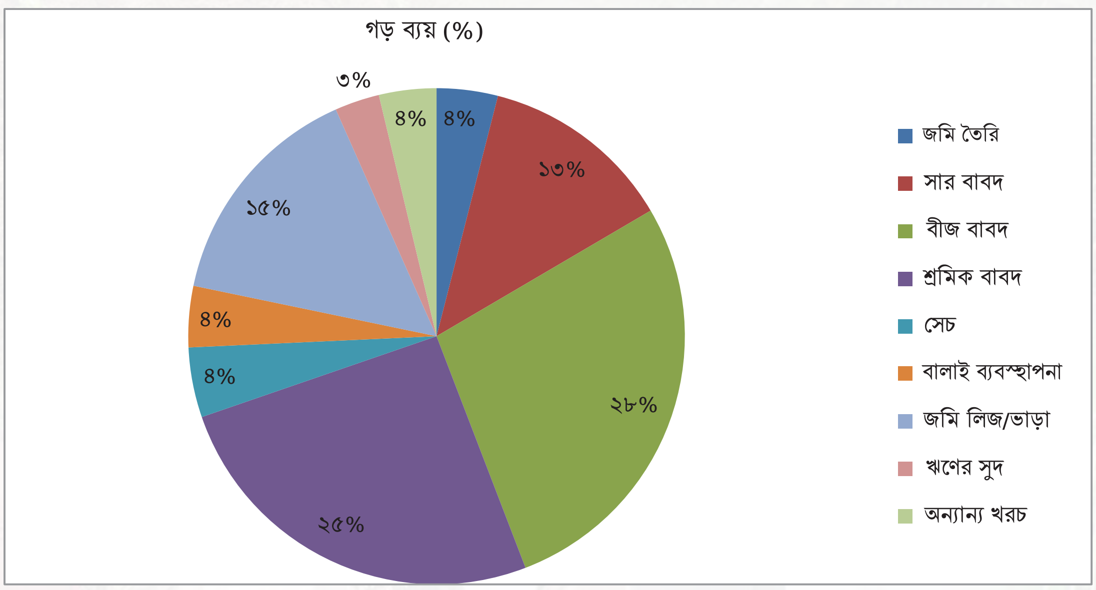

৩.১৬ চিচিংগা ফসলের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: অক্টোবর হতে ফেব্রুয়ারি) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে চিচিংগা ফসলের গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৮.৩০ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ১০০,০২২ টাকা এবং মোট আয় ১,৮৪,৯০৮ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৮৪,৮৮৬ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ১২,০৪৪ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং.	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৩,৪৮৯
২	সার বাবদ	১০,০৭৩
৩	বীজ বাবদ	৬,৩৫৬
৪	শ্রমিক বাবদ	৩৮,২৯৪
৫	সেচ	৮,৮২৭
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৭,৫৩৯
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১৫,০৬৬
৮	ঋণের সুদ	২,২০১
৯	অন্যান্য খরচ	৮,১৭৮
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**১,০০,০২২**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	১২,০৪৪
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**৮.৩০**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি)	১৫.৩৫
	মোট আয়	১,৮৪,৯০৮
	নীট লাভ	**৮৪,৮৮৬**

চিত্র : চিচিংগার উৎপাদন খরচের শতকরা হার

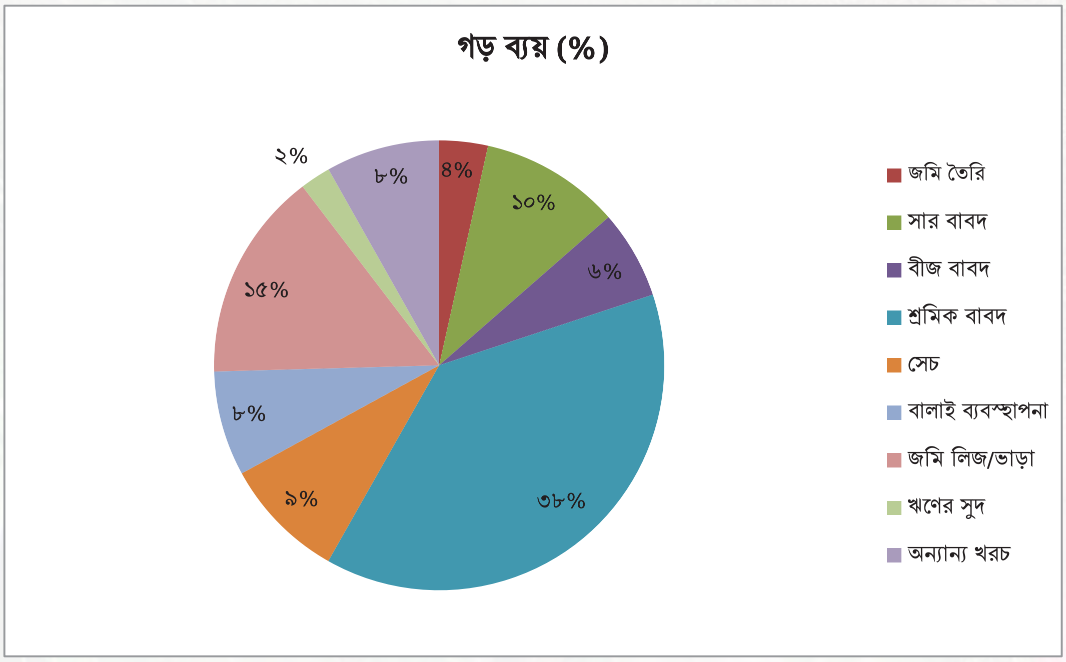

৩.১৭ ঝিংগা ফসলের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: অক্টোবর হতে ফেব্রুয়ারি) :

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ঝিংগা ফসলের গড় উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৮.৩৭ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ১০০,১০৫ টাকা এবং মোট আয় ১,৮০,৮২৩ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৮০,৭১৮ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ১১,৯৬৬ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং.	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৩,৩০৪
২	সার বাবদ	১০,১৪০
৩	বীজ বাবদ	৬,৬০৯
৪	শ্রমিক বাবদ	৩৭,৩৯২
৫	সেচ	১০,১৭৫
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৭,৫৭৯
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১৪,০৯১
৮	ঋণের সুদ	২,২০৩
৯	অন্যান্য খরচ	৮,৬১৩
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**১,০০,১০৫**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	১১,৯৬৬
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**৮.৩৭**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি)	১৫.৩০
	মোট আয়	১,৮০,৮২৩
	নীট লাভ	**৮০,৭১৮**

চিত্র : ঝিংগার উৎপাদন খরচের শতকরা হার

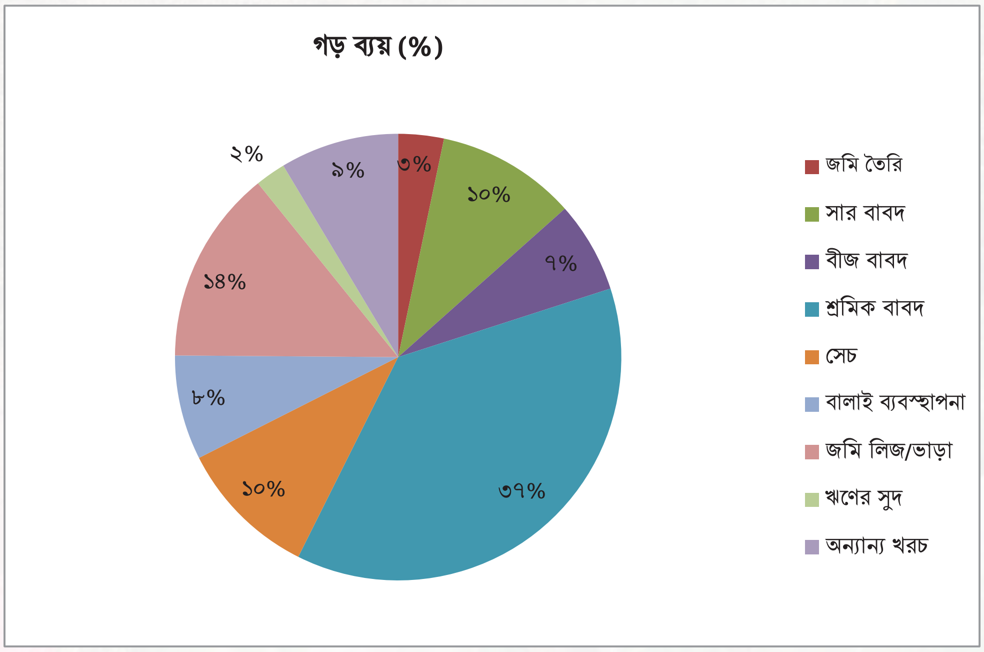

৩.১৮ পটল ফসলের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: অক্টোবর হতে ফেব্রুয়ারি) :

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পটল ফসলের গড় উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৭.৫২ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৯৫,৫৬৪ টাকা এবং মোট আয় ১,৮২,৮২৮ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৮৭,২৬৪ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ১২,৭১১ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং.	উৎপাদন খরচের খাত	গড় খরচ
১	জমি তৈরি	৩,২০৬
২	সার বাবদ	১০,৫৭৮
৩	বীজ বাবদ	৩,৭৬৭
৪	শ্রমিক বাবদ	৩৭,৪৪৪
৫	সেচ	৭,০৫৬
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৮,০৮৯
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১৭,০০০
৮	ঋণের সুদ	২,১০৩
৯	অন্যান্য খরচ	৬,৩২২
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**৯৫,৫৬৪**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	১২,৭১১
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**৭.৫২**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি)	১৪.৩৮
	মোট আয়	১,৮২,৮২৮
	নীট লাভ	**৮৭,২৬৪**

চিত্র : পটলের উৎপাদন খরচের শতকরা হার

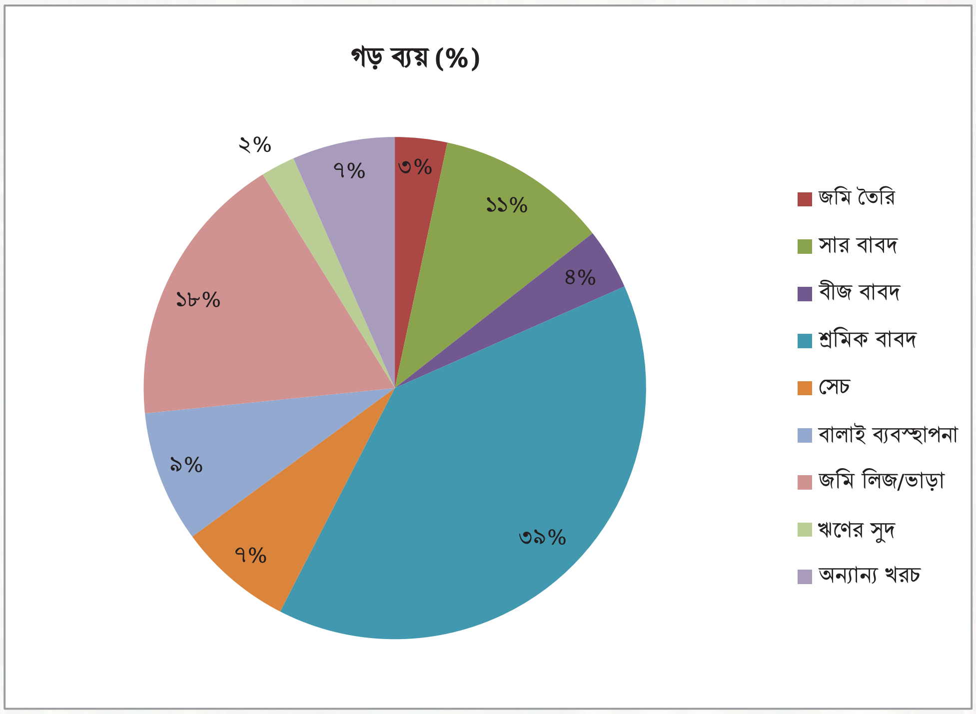

৩.১৯ করলা ফসলের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: অক্টোবর হতে ফেব্রুয়ারি) :

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে করলা ফসলের গড় উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ১১.৪৭ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৯০,২৮৪ টাকা এবং মোট আয় ১,৭৪,৮২৫ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৮৪,৫৪১ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ৮,০১৭ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং.	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৩,২৩৩
২	সার বাবদ	১৪,৮০৫
৩	বীজ বাবদ	৬,৮২৫
৪	শ্রমিক বাবদ	৩৪,১৭৯
৫	সেচ	৫,৯৬৮
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৬,৭৫৪
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১০,৯৮৩
৮	ঋণের সুদ	১,৯৮৭
৯	অন্যান্য খরচ	৫,৫৫০
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**৯০,২৮৪**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	৮,০১৭
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**১১.৪৭**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি)	২২.২১
	মোট আয়	১,৭৪,৮২৫
	নীট লাভ	**৮৪,৫৪১**

চিত্র : করল্লার উৎপাদন খরচের শতকরা হার

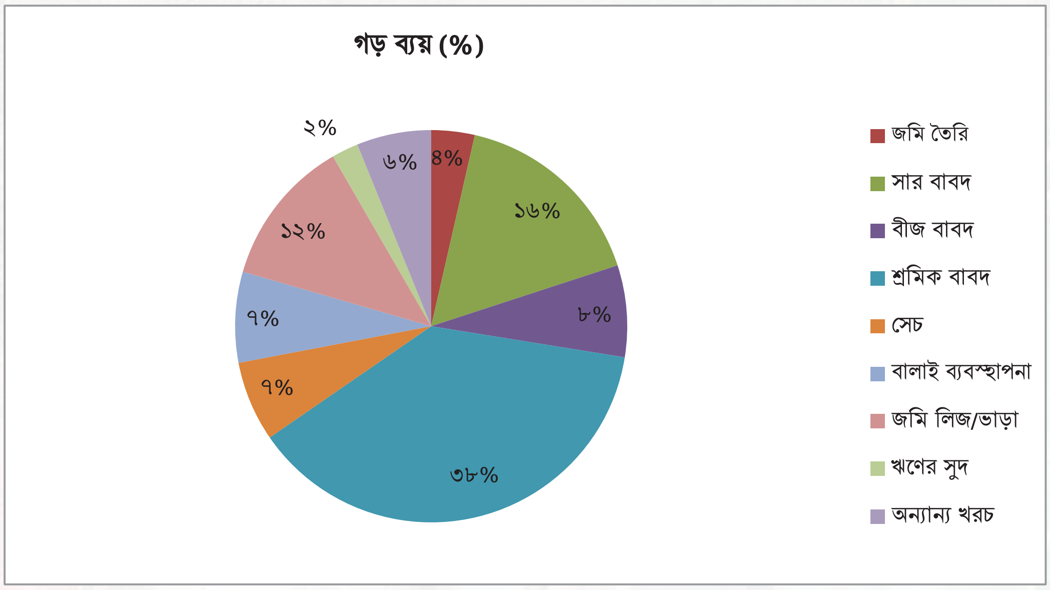

৩.২০ চালকুমড়া ফসলের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: ফেব্রুয়ারি হতে মে) :

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে চালকুমড়া ফসলের উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৬.৯৭ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৬৮,৯৩৭ টাকা এবং মোট আয় ১৬৭,১২২ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৯৮,১৮৫। একর প্রতি মোট উৎপাদন ৯,৮৮৯ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং.	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৩,৯৩১
২	সার বাবদ	৮,৯৭৬
৩	বীজ বাবদ	৩,৭২৩
৪	শ্রমিক বাবদ	২৪,৪৩৯
৫	সেচ	২,৫০০
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৪,০৪৪
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১১,১৪৪
৮	ঋণের সুদ	১,৫১৭
৯	অন্যান্য খরচ	৮,৬৬২
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**৬৮,৯৩৭**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	৯,৮৮৯
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**৬.৯৭**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজারদর (কেজি)	১৬.৯০
	মোট আয়	১,৬৭,১২২
	নীট লাভ	**৯৮,১৮৫**

চিত্র : চালকুমড়ার উৎপাদন খরচের শতকরা হার

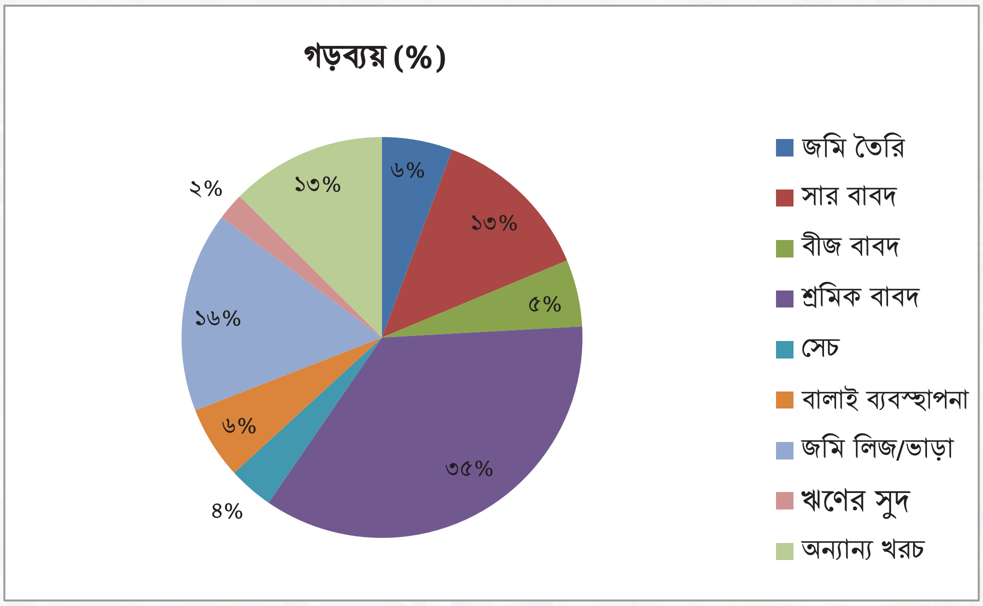

৩.২১ মিষ্টিকুমড়া ফসলের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: ফেব্রুয়ারি হতে মে) :

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মিষ্টিকুমড়া ফসলের উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৬.৬৯ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৬৬,৭৯৮ টাকা এবং মোট আয় ১৪৮,৮০৪ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৮২,০০৬। একর প্রতি মোট উৎপাদন ৯,৯৭৮ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং.	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৩,১২৮
২	সার বাবদ	১৩,৩১৭
৩	বীজ বাবদ	৩,২৬৬
৪	শ্রমিক বাবদ	২৩,৬৪৩
৫	সেচ	২,৮৮১
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৩,৪৯৩
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১২,২২৮
৮	ঋণের সুদ	১,৪৭০
৯	অন্যান্য খরচ	৩,৩৭২
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**৬৬,৭৯৮**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	৯,৯৭৮
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**৬.৬৯**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি)	১৪.৯১
	মোট আয়	১,৪৮,৮০৪
	নীট লাভ	**৮২,০০৬**

চিত্র : মিষ্টি কুমড়ার উৎপাদন খরচের শতকরা হার

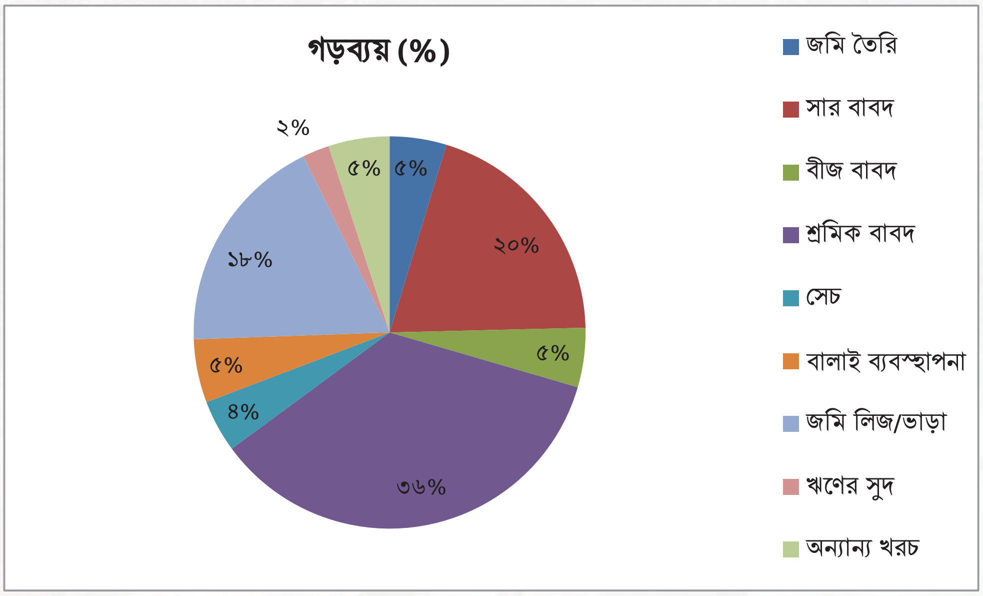

৩.২২ বরবটি ফসলের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: এপ্রিল হতে মে) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরবটি ফসলের উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৯.৮১ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৫২,৫১৫ টাকা এবং মোট আয় ১৪৬,০৮৮ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৯৩,৫৭৩। একর প্রতি মোট উৎপাদন ৫,৩৫৬ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং.	উৎপাদন খরচের খাত	গড় খরচ
১	জমি তৈরি	৩,৪০০
২	সার বাবদ	৬,৫১৮
৩	বীজ বাবদ	৩,০৭৮
৪	শ্রমিক বাবদ	১৪,৪৩০
৫	সেচ	২,২৭২
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৫,২৩৯
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১১,১০০
৮	ঋণের সুদ	১,১৫৬
৯	অন্যান্য খরচ	৫,৩২২
	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	**৫২,৫১৫**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	৫,৩৫৬
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	**৯.৮১**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (কেজি)	২৭.২৮
	মোট আয়	১,৪৬,০৮৮
	নীট লাভ	**৯৩,৫৭৩**

চিত্র : বরবটির উৎপাদন খরচের শতকরা হার

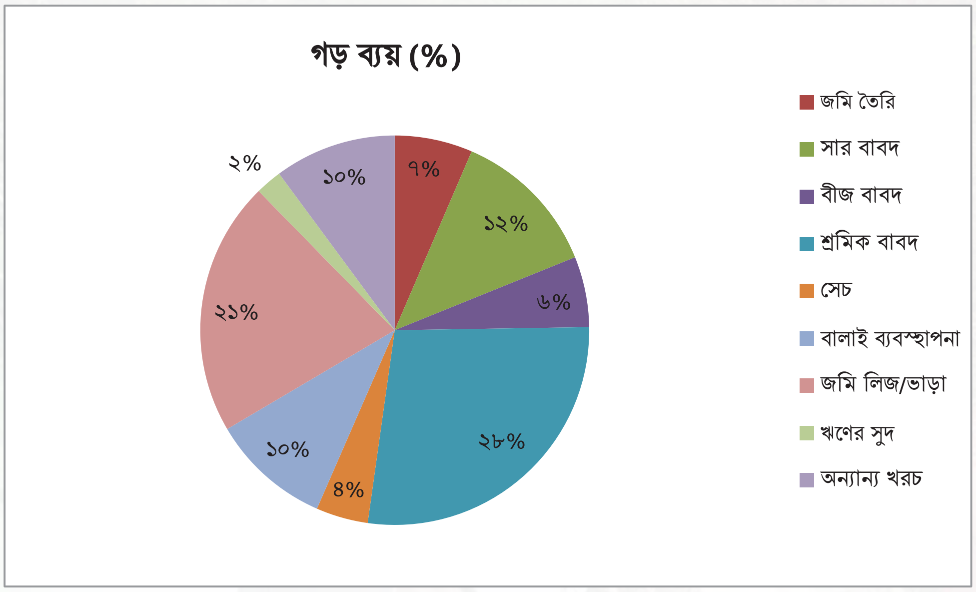

খাদ্যশস্য জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ, আয় ও লাভ নিম্নে দেখানো হলো:

৩.২৩ আমন ধানের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: সেপ্টেম্বর হতে জানুয়ারি) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমন ধান গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ২৫.২৬ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ৪৫৪৯৮ টাকা এবং মোট আয় ৫০১৫০ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৪,৬৫২ টাকা। একর প্রতি গড় মোট উৎপাদন ১৭০০ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং.	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৪,৫০০
২	সার	৫,০০০
৩	বীজ	৭২০
৪	শ্রমিক	২১,২০০
৫	সেচ	১,৫০০
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	১,৩০০
৭	মাড়াই খরচ	৩,০০০
৮	ঋণের সুদ	৭৭৮
৯	জমির লিজ/ভাড়া	৭,৫০০
	একর প্রতি মোট উৎপাদন খরচ	**৪৫,৪৯৮**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	১,৭০০
	উপজাত হতে আয়	২,৫৫০
	একর প্রতি নীট উৎপাদন খরচ	৪২,৯৪৮
	কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	**২৫.২৬**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর	২৮
	মোট আয়	৫০,১৫০
	নীট লাভ	**৭,২০২**

চিত্র : আমন ধানের উৎপাদন খরচের শতকরা হার

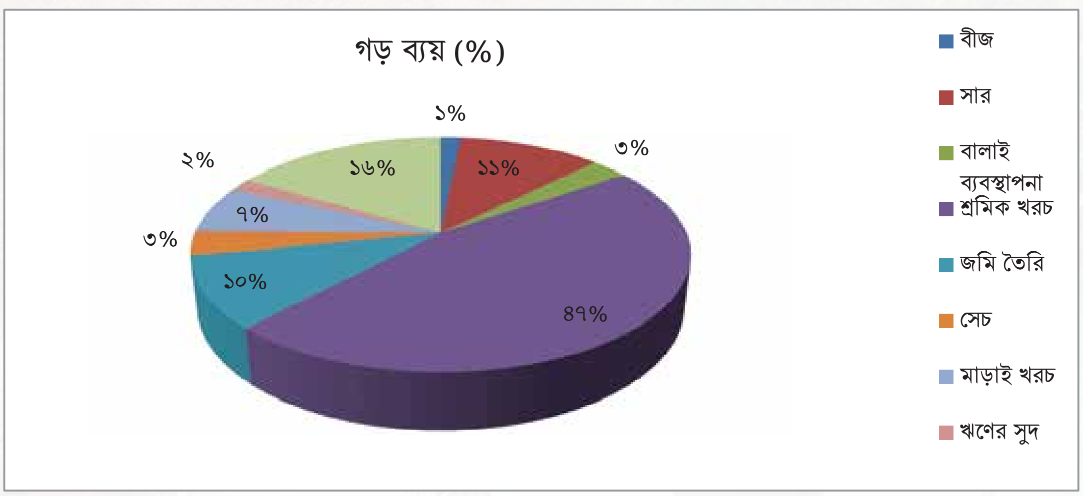

৩.২৪ আমন চাল :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমন চাল গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৩৭.৭৭ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৪৬,৩৪৮ টাকা এবং মোট আয় ৪৮,৮৪৬ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ২,৪৯৮ টাকা। একর প্রতি মোট গড় উৎপাদন ১১২২ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং.	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	ধান হতে উৎপাদিত চালের পরিমাণ (কেজি)	১,১২২
২	একর প্রতি ভাঙ্গা চাল/খুদের পরিমাণ ও মূল্য	৬০০
৩	একর প্রতি কুড়ার পরিমাণ ও মূল্য	৩,৩৬৬
৪	ধান হতে চাল করতে মিলিং খরচ	৩,৪০০
	একর প্রতি গড় খরচ	**৪৬,৩৪৮**
	একর প্রতি নীট খরচ	৪২,৩৮২
	কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	**৩৭.৭৭**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর	৪০
	মোট আয়	৪৮,৮৪৬
	নীট লাভ	**২,৪৯৮**

৩.২৫ বোরো ধানের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: ফেব্রুয়ারি হতে জুন) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বোরো ধান গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ২৬.০১ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৬৯৬৩৩ টাকা এবং মোট আয় ৭৪৬০০ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৪,৯৬৭ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন ২৫০০ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং.	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৪,৫০০
২	সার	৫,৬৮৫
৩	বীজ	৮০০
৪	শ্রমিক	৩৭,০০০
৫	সেচ	৮,০০০
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	১,৯০০
৭	মাড়াই খরচ	৩,০০০
৮	ঋণের সুদ	৭৪৮
৯	জমির লিজ/ভাড়া	৭,৫০০
	একর প্রতি মোট উৎপাদন খরচ	**৬৯,৬৩৩**
	মোট গড় উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	২,৫০০
	উপজাত হতে আয়	৪,৬০০
	একর প্রতি নীট উৎপাদন খরচ	৬৫,০৩৩
	কেজি প্রতি গড় উৎপাদন খরচ	**২৬.০১**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর	২৮
	মোট আয়	৭৪,৬০০
	নীট লাভ	**৪,৯৬৭**

চিত্র : বোরো ধানের উৎপাদন খরচের শতকরা হার

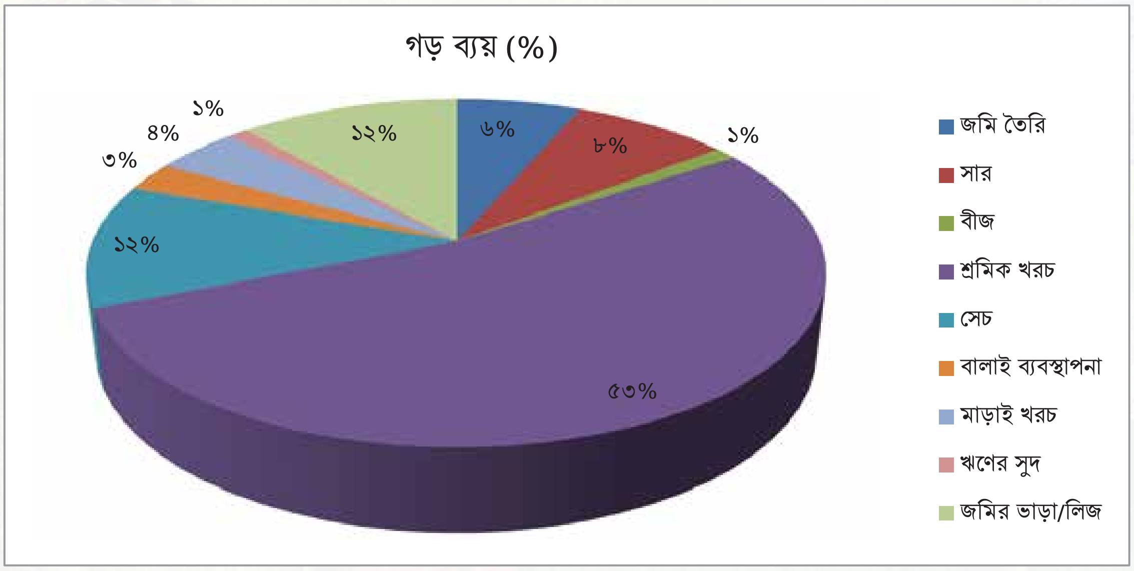

৩.২৬ বোরো চাল :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বোরো চাল গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৩৮.৯৬ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৭২,৫৩৩ টাকা এবং মোট আয় ৭৪,২৫০ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ১,৭১৭ টাকা। একর প্রতি মোট গড় উৎপাদন ১৬৫০ কেজি।

	জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ	টাকায়
ক্রমিক নং.	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	ধান হতে উৎপাদিত চালের পরিমাণ (কেজি)	১,৬৫০
২	একর প্রতি ভাঙ্গা চাল/খুদের পরিমাণ ও মূল্য	৪,৫০০
৩	একর প্রতি কুড়ার পরিমাণ ও মূল্য	৩,৭৫০
৪	ধান হতে চাল করতে মিলিং খরচ	৭,৫০০
	একর প্রতি মোট খরচ	**৭২,৫৩৩**
	একর প্রতি নীট খরচ	৬৪,২৮৩
	কেজি প্রতি নীট খরচ	**৩৮.৯৬**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর	৪০
	মোট আয়	৭৪,২৫০
	নীট লাভ	**১,৭১৭**

৩.২৭ গমের উৎপাদন খরচ (উৎপাদনের সময়কাল: ফেব্রুয়ারি হতে মে) :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গমের গড় উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ২৬.৯৩ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ৪০,৩৯৫ টাকা এবং মোট আয় ৪৩,৩০০ টাকা, যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ২,৯০৫ টাকা। একর প্রতি গড় উৎপাদন ১৫০০ কেজি।

জমির পরিমাণ ১০০ শতাংশ		টাকায়
ক্রমিক নং.	**উৎপাদন খরচের খাত**	**গড় খরচ**
১	জমি তৈরি	৪,৫০০
২	সার	৩,৪৩০
৩	বীজ	২,৭৫০
৪	শ্রমিক	২০,২৫০
৫	সেচ	২,০০০
৬	বালাই ব্যবস্থাপনা	৫০০
৭	মাড়াই খরচ	৭,০০০
৮	ঋণের সুদ	৭৬৫
৯	জমির লিজ/ভাড়া	২,০০০
	একর প্রতি মোট উৎপাদন খরচ	**৪৩,১৯৫**
	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	১,৫০০
	উপজাত হতে আয়	২,৮০০
	একর প্রতি নীট উৎপাদন খরচ	৪০,৩৯৫
	কেজি প্রতি নীট উৎপাদন খরচ	**২৬.৯৩**
	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর	২৭
	মোট আয়	৪৩,৩০০
	নীট লাভ	**২,৯০৫**

চিত্র : গমের উৎপাদন খরচের শতকরা হার

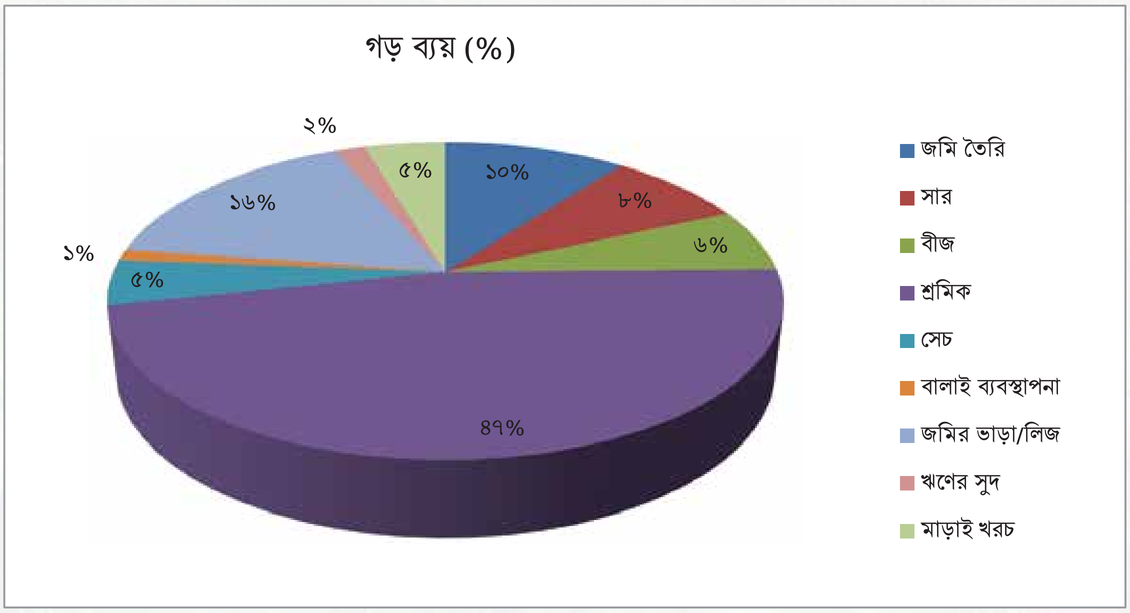

৪.১ লাভজনকতা:

লাভজনকতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য আয় এবং নীট ব্যয়কে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

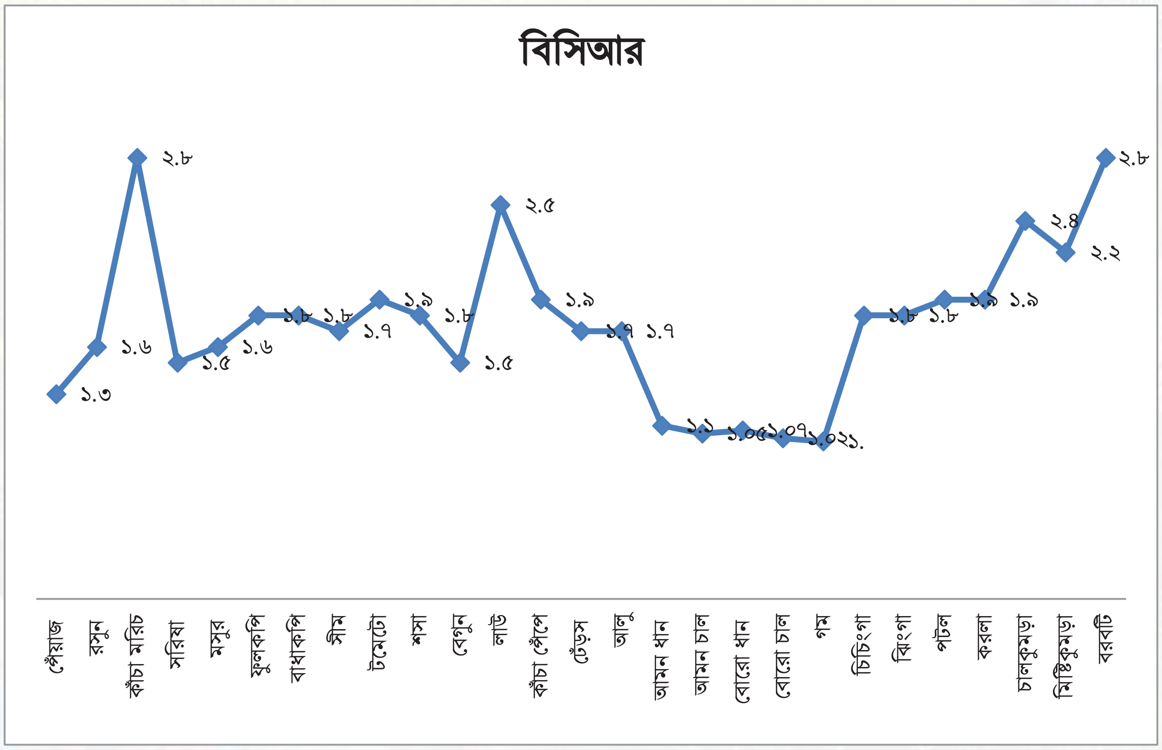

উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গম (১.০০) এর Benefit Cost Ratio (বিসিআর) সবচেয়ে কম। এরপর রয়েছে বোরো চাল (১.০৩) এবং সর্বোচ্চ কাঁচামরিচ (২.৮০) ও লাউ (২.৫০)।

৪.২ উৎপাদন খরচ এবং কৃষকপ্রাপ্ত মূল্যঃ

কৃষকের উৎপাদন খরচ নির্ণয়ের পাশাপাশি কৃষক বাস্তবে কি ধরনের মূল্য পেল তা বিশ্লেষণ করা খুবই জরুরি। তবে এজন্য কৃষক তার উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য কখন কি পরিমাণ বিক্রয় করে তা জানা দরকার। বর্তমান গবেষণায় বিভিন্ন ফসলের কর্তনকালের পরবর্তী মাসসমূহের গড়মান ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রকৃত আয়ের চেয়ে ভিন্নতা দেখাতে পারে। তাছাড়া বিশেষ করে পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে ভরা মৌসুমে কৃষিপণ্যের বাজারমূল্য অনেকসময় অতিরিক্ত ওঠানামা করে যা গড়মানকে প্রভাবিত করে; কিন্তু উক্ত চরম সময়ে কৃষকের কাছে কি পরিমাণ পণ্য মজুত থাকে সে বিষয়ে গবেষণা হওয়া জরুরি।

নিম্নে জুলাই ২০২০ হতে ২০২১ এর মার্চ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন পণ্যের কৃষকপ্রাপ্ত বাজারমূল্য বিবেচনায় নিয়ে উৎপাদন খরচের সাথে কৃষক-প্রাপ্ত গড় বাজার মূল্যের তুলনা প্রদর্শন করা হলো। কৃষকপ্রাপ্ত বাজারমূল্য কুইন্টালে হিসাব করা হলেও এখান তা কেজিতে রুপান্তর করে নেয়া হয়েছে।

৪.২.১ সারণী: কতিপয় কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দরের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো:

(কেজি/টাকা)

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	উৎপাদন খরচ (২০২০-২০২১)	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (জুলাই-মার্চ পর্যন্ত/২০-২১)	কৃষক মার্জিন (%)	কৃষক মার্জিন (টাকা/কেজি)
১	ধান-আমন	২৫.২৬	২৬.২৭	৪%	১.০১
২	ধান- বোরো	২৬.০১	২৬.৮	৩%	০.৭
৩	গম	২৬.৯৩	২৭.২৬	১%	০.৩৩
৪	সরিষা	৩৩.৮৪	৫৪.১৪	৬০%	২০.৩
৫	মসুর	৪০.৩২	৭৩.৩৫	৮২%	৩৩.০৩
৬	রসুন	৩০.৮৭	৭৭.৪৩	১৫১%	৪৬.৫৬
৭	পেঁয়াজ	১৯.২৪	৪২.৬৩	১২২%	২৩.৩৯
৮	কাঁচামরিচ	১৯.০০	৯৪.২৩	৩৯৬%	৭৫.২৩
৯	আলু	৯.৭৩	২৫.১৩	১৫৮%	১৫.৪
১০	সীম	১০.১৩	২৯.৯৫	১৯৬%	১৯.৮২
১১	বেগুন	৯.২	২৮.০৩	২০৫%	১৮.৮৩
১২	ঢেঁড়স	১০.৭৯	৩১.০	১৮৭%	২০.২১
১৩	কাঁচা পেঁপে	৪.২৭	১৯.০১	৩৪৫%	১৪.৭৪
১৪	লাউ	৫.৩৩	১৮.৮৪	২৫৩%	১৩.৫১
১৫	ফুলকপি	৭.৪২	২৪.৩৫	২২৮%	১৬.৯৩
১৬	বাঁধাকপি	৭.০৭	১৭.৯৯	১৫৪%	১০.৯২
১৭	শসা	৮.০৪	২৬.১৫	২২৫%	১৮.১১
১৮	টমেটো	৮.২১	৪৮.৮৯	৪৯৫%	৪০.৬৮

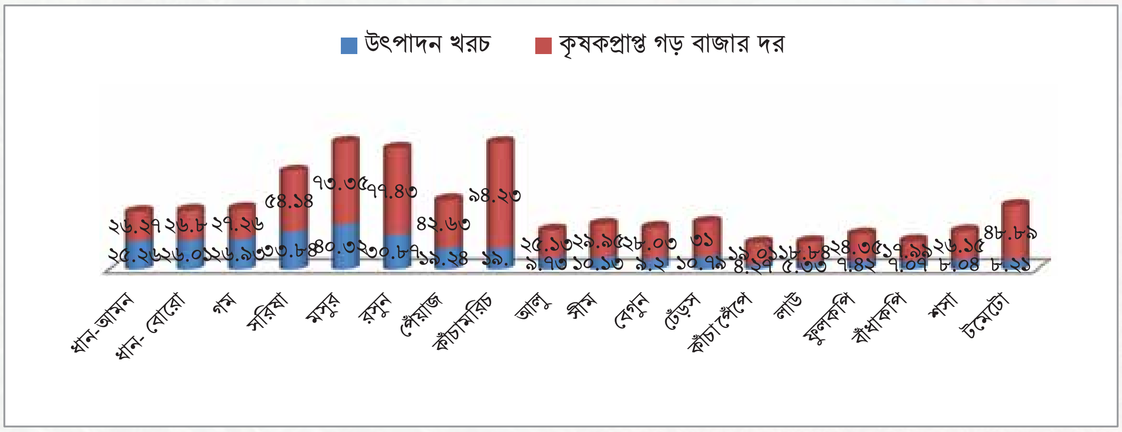

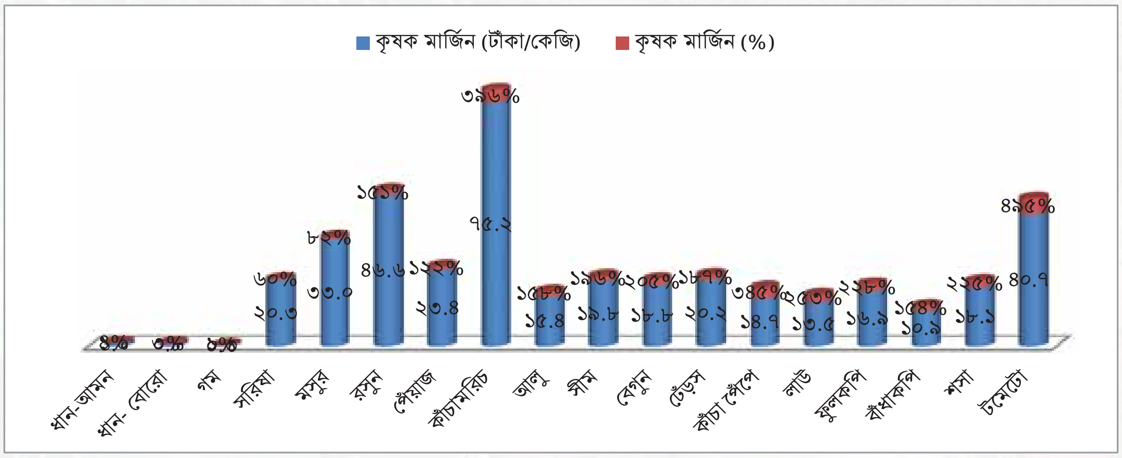

চিত্র: বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদরের তুলনামূলক গ্রাফিক চিত্র

৪.২.২ সারণী: কতিপয় খাদ্যশস্য, ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ ও কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দরের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো:

(টাকা/কেজি)

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	উৎপাদন খরচ (২০২০-২০২১)	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (জুলাই-মার্চ পর্যন্ত/২০-২১)	কৃষক মার্জিন (%)	কৃষক মার্জিন (টাকা/কেজি)
১	ধান-আমন	২৫.২৬	২৬.২৭	৪%	১.
২	ধান- বোরো	২৬.০১	২৬.৮০	৩%	০.৮
৩	গম	২৬.৯৩	২৭.২৬	১%	০.৩
৪	সরিষা	৩৩.৮৪	৫৪.১৪	৬০%	২০.৩
৫	মসুর	৪০.৩২	৭৩.৩৫	৮২%	৩৩.

চিত্র: খাদ্য শস্য, ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদরের তুলনামূলক গ্রাফিক চিত্র

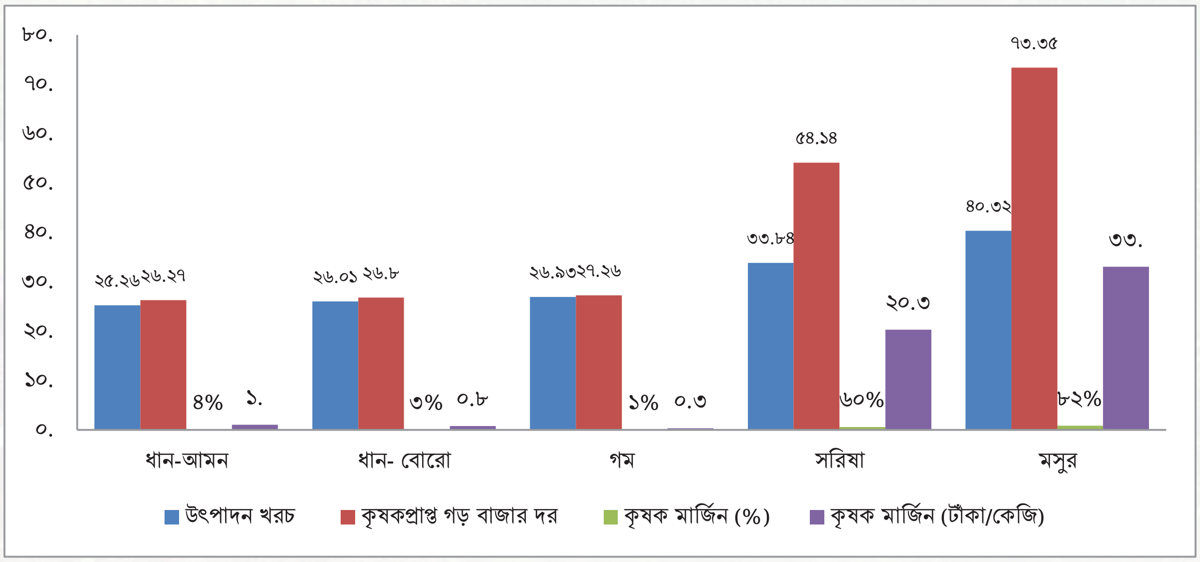

খাদ্যশস্য, ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদরের তথ্য থেকে দেখা যায় মসুর ডালের উৎপাদন খরচ সবচেয়ে বেশি যা কেজি প্রতি ৪০.৩২ টাকা যেখানে কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর কেজি প্রতি ৭৩.৩৫ টাকা। উৎপাদন খরচ সবচেয়ে কম পরিলক্ষিত হচ্ছে ধান-আমন ক্ষেত্রে যা কেজি প্রতি ২৫.২৬ টাকা, যেখানে কৃষকপ্রাপ্ত বাজরদর ২৬.২৭ টাকা। কৃষক মার্জিন সবচেয়ে বেশি মসুর ডালে কেজি প্রতি ৩৩.০৩ টাকা এবং সর্বনিম্ন ধান বোরো কেজি প্রতি ০.৭৯ টাকা।

৪.২.৩ সারণী: কতিপয় মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ ও কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজারদরের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো:

(টাকা/কেজি)

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	উৎপাদন খরচ (২০২০-২০২১)	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (জুলাই-মার্চ পর্যন্ত/২০-২১)	কৃষক মার্জিন (%)	কৃষক মার্জিন (টাকা/কেজি)
১	রসুন	৩০.৮৭	৭৭.৪৩	১৫১%	৪৬.৫৬
২	পেঁয়াজ	১৯.২৪	৪২.৬৩	১২২%	২৩.৩৯
৩	কাঁচামরিচ	১৯.	৯৪.২৩	৩৯৬%	৭৫.২৩

চিত্র: মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদরের তুলনামূলক গ্রাফিক চিত্র

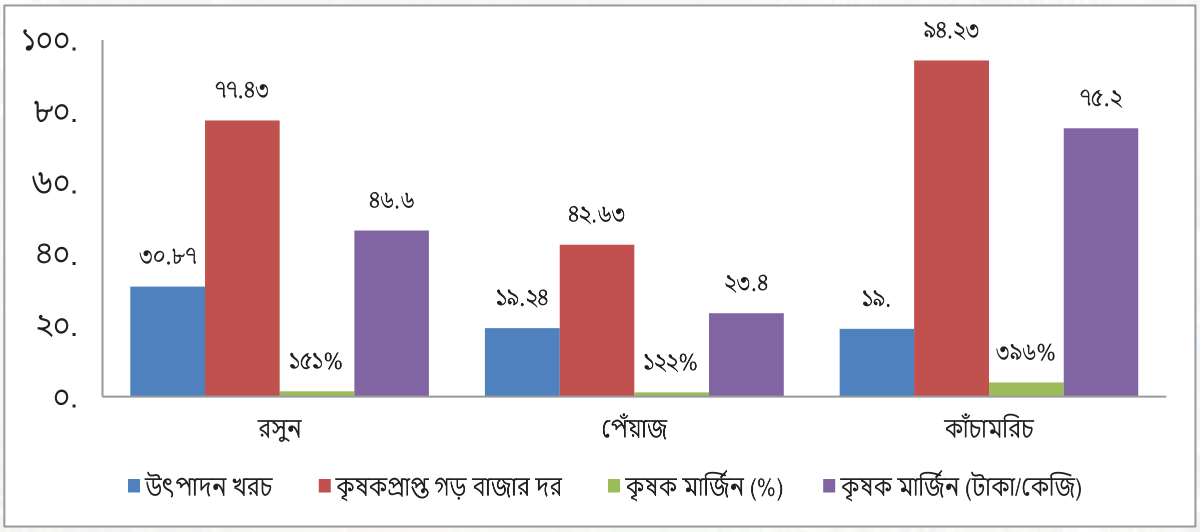

মসলা জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদরের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় উৎপাদন খরচ সবচেয়ে বেশি রসুনের ক্ষেত্রে, যা কেজি প্রতি ৩০.৮৭ টাকা, যেখানে কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর কেজি প্রতি ৭৭.৪৩ টাকা। উৎপাদন খরচ সবচেয়ে কম কাঁচামরিচ এর ক্ষেত্রে, যা কেজি প্রতি ১৯.০০ টাকা, যেখানে কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর কেজি প্রতি ৯৪.২৩ টাকা। উল্লেখ্য যে, বন্যা এবং ঘুর্ণিঝড় আম্পান এর কারণে কাঁচামরিচ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষক সবচেয়ে বেশি মার্জিন পেয়েছে কাঁচামরিচ ফসলের ক্ষেত্রে, যা কেজিপ্রতি ৭৫.২৩ টাকা এবং সর্বনিম্ন মার্জিন পেঁয়াজে কেজিপ্রতি ২৩.৩৯টাকা।

৪.২.৪ সারণী: কতিপয় শাকসবজি জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ ও কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দরের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো:

(টাকা/কেজি)

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	উৎপাদন খরচ (২০২০-২০২১)	কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (জুলাই-মার্চ পর্যন্ত/২০-২১)	কৃষক মার্জিন (%)	কৃষক মার্জিন (টাকা/কেজি)
১	আলু	৯.৭৩	২৫.১৩	১৫৮%	১৫.৪০
২	সীম	১০.১৩	২৯.৯৫	১৯৬%	১৯.৮২
৩	বেগুন	৯.২০	২৮.০৩	২০৫%	১৮.৮৩
৪	ঢেঁড়স	১০.৭৯	৩১.০০	১৮৭%	২০.২১
৫	কাঁচাপেঁপে	৪.২৭	১৯.০১	৩৪৫%	১৪.৭৪
৬	লাউ	৫.৩৩	১৮.৮৪	২৫৩%	১৩.৫১
৭	ফুলকপি	৭.৪২	২৪.৩৫	২২৮%	১৬.৯৩
৮	বাঁধাকপি	৭.০৭	১৭.৯৯	১৫৪%	১০.৯২
৯	শসা	৮.০৪	২৬.১৫	২২৫%	১৮.১১
১০	টমেটো	৮.২১	৪৮.৮৯	৪৯৫%	৪০.৬৮

চিত্র: শাকসবজি জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদরের তুলনামূলক গ্রাফিক চিত্র

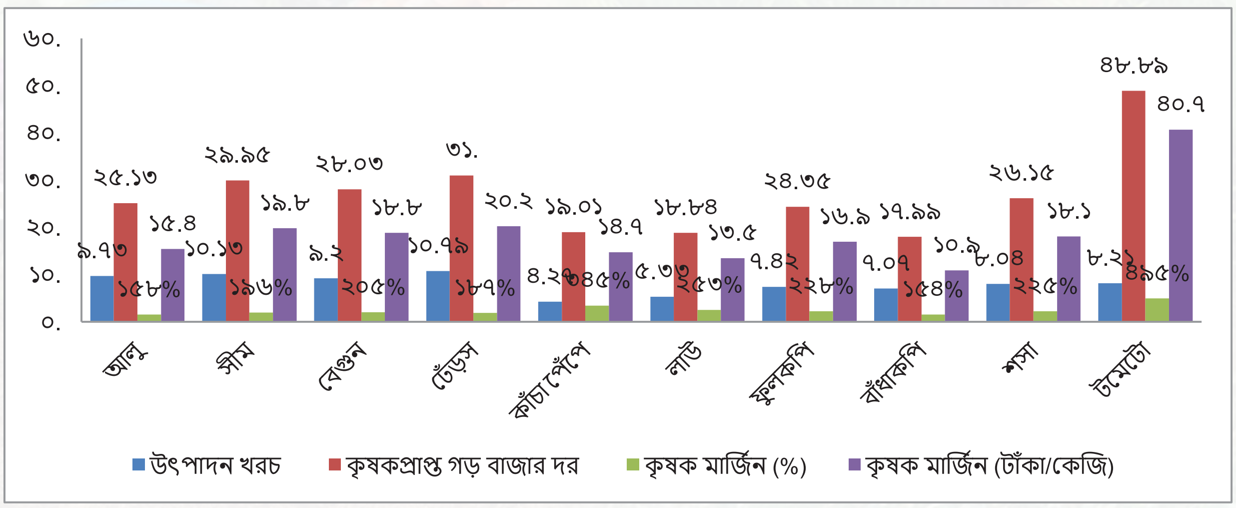

শাকসবজি জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ ও কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজারদরের মধ্যে তুলনা করলে উল্লিখিত সবজিগুলোর মধ্যে দেখা যায় উৎপাদন খরচ সবচেয়ে বেশি ঢেঁড়স সবজির ক্ষেত্রে, যা কেজিপ্রতি ১০.৭৯ টাকা। উৎপাদন খরচ সবচেয়ে কম পরিলক্ষিত হচ্ছে কাঁচা পেঁপে ফসলের ক্ষেত্রে, যা কেজি প্রতি ৪.২৭ টাকা। কৃষক কেজিপ্রতি সবচেয়ে বেশি মার্জিন পেয়েছে টমেটো ফসলের ক্ষেত্রে, যা কেজিপ্রতি ৪০.৬৮ টাকা এবং পরবর্তীতে ঢেঁড়স। কিন্তু শতকরা হারে টমেটোর পর সবচেয়ে বেশি মার্জিন পেয়েছে কাঁচা পেঁপে। সর্বনিম্ন মার্জিন পেয়েছে বাঁধাকপি, যা শতকরা হারে ১৫৪% এবং কেজি প্রতি হারে ১০.৯২ টাকা।

৪.৩ ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন উপকরণের ফসলভিত্তিক ব্যবহারিক দক্ষতা:

ব্যবহারিক দক্ষতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উপকরণসমূহের মধ্যে মূলত শ্রমিক, সার, পানি, বীজ এবং মোট পরিবর্তক ব্যয়ের সাথে উৎপাদন পরিমাণের তুলনা করা হয়েছে, এক কেজি বিবেচনাধীন পণ্য উৎপাদনের জন্য উক্ত উপকরণ খাতে কত টাকা খরচ হয়।

৪.৩.১ মসলা, ডাল ও তেল জাতীয় ফসল:

(টাকা/কেজি)

বিভিন্ন উপাদান	পেঁয়াজ	রসুন	কাঁচামরিচ	সরিষা	মসুর
পানি	০.৮৮	১.৪৬	১.১৪	২.৬৩	২.১২
শ্রমিক	৭.১৯	১১.২৪	৮.৬৯	১১.৩২	১৪.৫৭
সার	২.৪২	৩.১৫	২.০৬	৪.১২	৪.৫১
বীজ	৩.৮৬	৬.৭০	১.৩৮	০.৫৩	২.৮২
মোট পরিবর্তক ব্যয়	১৭.১৫	২৬.৬২	১৭.২১	২৪.৯০	৩১.৮২

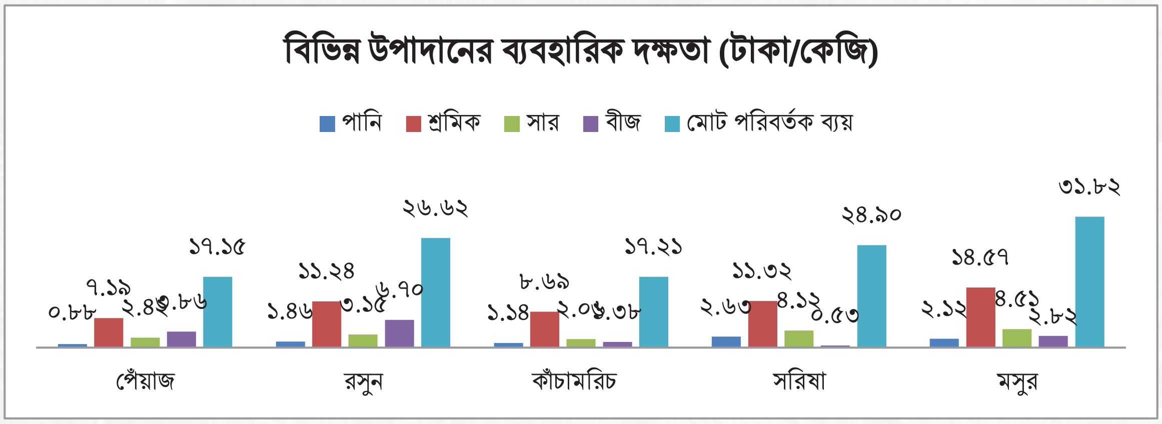

- ব্যবহারিক দক্ষতায় পেঁয়াজ ফসলের (০.৮৮/কেজি) ক্ষেত্রে কেজি প্রতি সবচেয়ে কম পানি খরচ হয় এবং এরপর রয়েছে কাঁচামরিচ (১.১৪/কেজি)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ পানি খরচ হয় সরিষা (২.৬৩/কেজি) ফসলে।
- ব্যবহারিক দক্ষতায় শ্রমিকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম খরচ হয় পেঁয়াজ ফসলে (৭.১৯/কেজি)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ শ্রমিক খরচ হয় মসুর (১৪.৫৭/কেজি) ফসলে।
- ব্যবহারিক দক্ষতায় সারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম খরচ হয় কাঁচামরিচ ফসলে (২.০৬/কেজি) এবং এরপর রয়েছে পেঁয়াজ (২.৪২/কেজি)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ সার খরচ হয় মসুর (৪.৫১/কেজি) ফসলে।
- ব্যবহারিক দক্ষতায় বীজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম খরচ হয় সরিষা ফসলে (০.৫৩/কেজি) এবং এরপর রয়েছে কাঁচামরিচ(১.৩৮/কেজি)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ বীজ খরচ হয় রসুন (৬.৭০/কেজি) ফসলে।
- মোট পরিবর্তক ব্যয় সর্বনিম্ন পেঁয়াজ (১৭.১৫/কেজি) এবং এরপর রয়েছে কাঁচামরিচ (১৭.২১)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ মোট পরিবর্তক ব্যয় মসুর (৩১.৮২/কেজি) ফসলে।

৪.৩.২ সবজি জাতীয় ফসল:

(টাকা/কেজি)

বিভিন্ন উপাদান	আলু	টমেটো	ফুলকপি	বাঁধাকপি	সীম
পানি	০.৪৫	০.৪৯	০.৪৭	০.৫৪	০.৫০
শ্রমিক	২.৪৮	২.৫৬	২.২৬	২.১৭	৪.২৮
সার	১.২০	০.৯৪	১.৪৫	১.২৯	১.১৩
বীজ	২.৭১	০.৮৫	০.৫০	০.৪৭	০.৫৫
মোট পরিবর্তক ব্যয়	৮.২৭	৬.৮৭	৬.৪৬	৬.১৩	৮.২৮

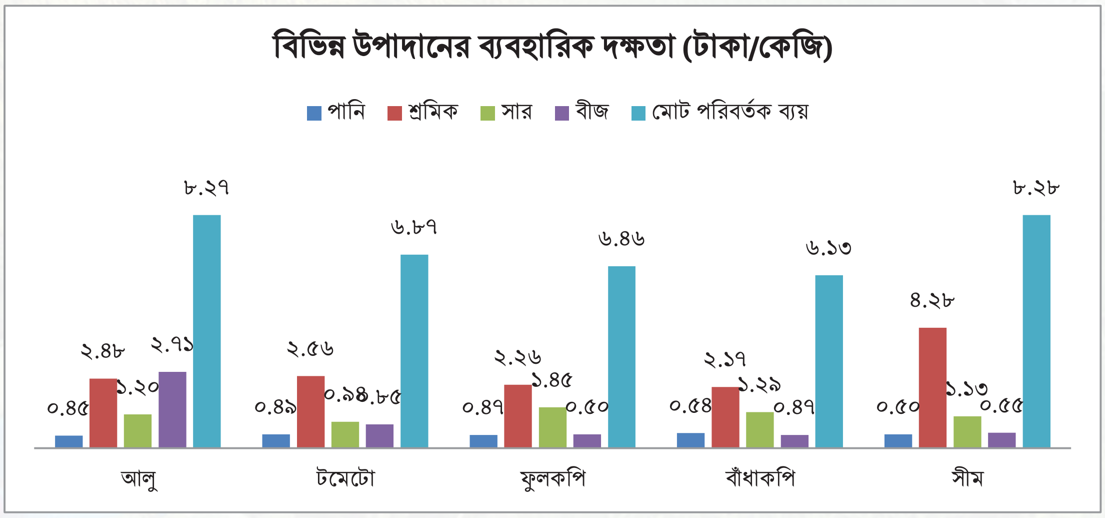

(টাকা/কেজি)

বিভিন্ন উপাদান	শসা	বেগুন	লাউ	কাঁচা পেঁপে	ঢেঁড়স
পানি	০.৩৬	০.৮৬	০.৩৬	০.২২	০.৭৮
শ্রমিক	৩.৩৮	২.৯৮	১.৮৮	১.২৪	২.২৭
সার	১.১৩	১.৪০	০.৫৪	১.১২	১.৩৭
বীজ	০.৪১	০.৬৭	০.২৮	০.৩১	১.০২
মোট পরিবর্তক ব্যয়	৬.৭৫	৮.০৯	৪.৩৮	৩.৭২	৮.৫২

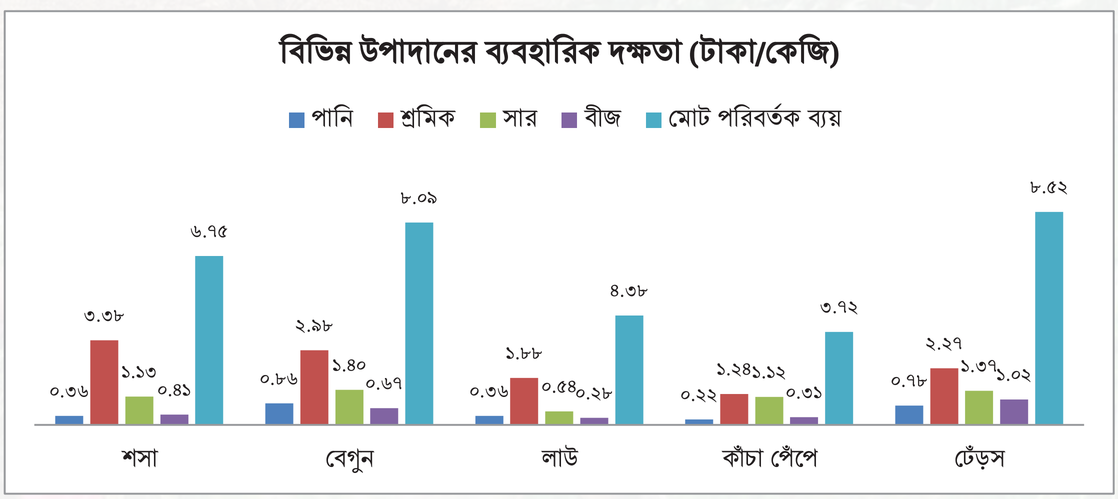

(টাকা/কেজি)

বিভিন্ন উপাদান	চিচিংগা	ঝিংগা	পটল	করলা
পানি	০.৭৩	০.৮৫৮	০.৫৬	০.৭৪
শ্রমিক	৩.১৮	৩.১২	২.৯৫	৪.২৬
সার	০.৮৪	০.৮৫	০.৮৩	১.৮৫
বীজ	০.৫৩	০.৫৫	০.৩০	০.৮৫
মোট পরিবর্তক ব্যয়	৭.০৫	৭.১৯	৬.১৮	৯.৮৯

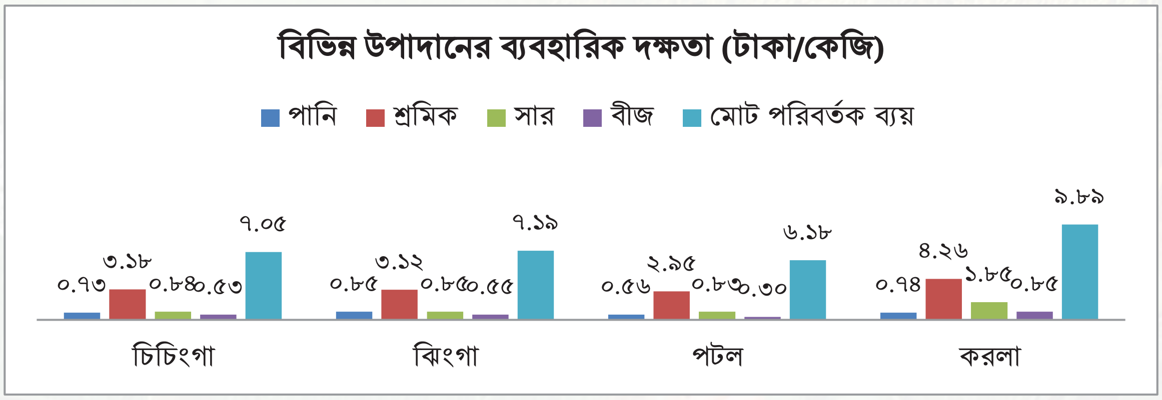

(টাকা/কেজি)

বিভিন্ন উপাদান	চালকুমড়া	মিষ্টিকুমড়া	বরবটি
পানি	০.২৫	০.২৯	০.৪২
শ্রমিক	২.৪৭	২.৩৭	২.৬৯
সার	০.৯১	১.৩৩	১.২২
বীজ	০.৩৮	০.৩৩	০.৫৭
মোট পরিবর্তক ব্যয়	৫.৮৪	৫.৪৭	৭.৭৩

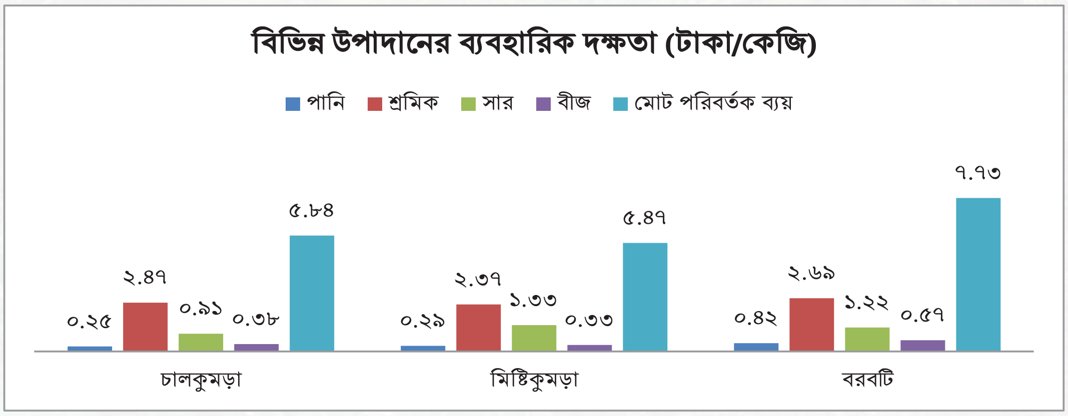

- ব্যবহারিক দক্ষতায় কাঁচা পেঁপে ফসলের (০.২২/কেজি) ক্ষেত্রে কেজি প্রতি সবচেয়ে কম পানি খরচ হয়। অন্যদিকে সর্বোচ্চ পানি খরচ হয় বেগুন (০.৮৬/কেজি) ফসলে।
- ব্যবহারিক দক্ষতায় শ্রমিকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম খরচ হয় কাঁচা পেঁপে ফসলে (১.২৪/কেজি)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ শ্রমিক খরচ হয় সীম (৪.২৮/কেজি) ফসলে।
- ব্যবহারিক দক্ষতায় সারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম খরচ হয় লাউ ফসলে (০.৫৪/কেজি)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ সার খরচ হয় ফুলকপি (১.৮৫/কেজি) ফসলে।
- ব্যবহারিক দক্ষতায় বীজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম খরচ হয় লাউ ফসলে (০.২৮/কেজি)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ বীজ খরচ হয় আলু (২.৭১/কেজি) ফসলে।
- মোট পরিবর্তক ব্যয় সর্বনিম্ন কাঁচা পেঁপে ফসলে (৩.৭২/কেজি)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ মোট পরিবর্তক ব্যয় ঢেঁড়স (৮.৫২/কেজি) ফসলে।

৪.৩.৩ খাদ্য শস্য বা দানাদার জাতীয় ফসলঃ

(টাকা/কেজি)

বিভিন্ন উপাদান	আমন	বোরো	গম
পানি	০.৮৮	৩.২০	১.৩৩
শ্রমিক	১২.৪৭	১৪.৮০	১৩.৫০
সার	২.৯৪	২.২৭	২.২৯
বীজ	০.৪২	০.৩২	১.৮৩
মোট পরিবর্তক ব্যয়	২২.৩৫	২৬.৬৫	২৪.১৩

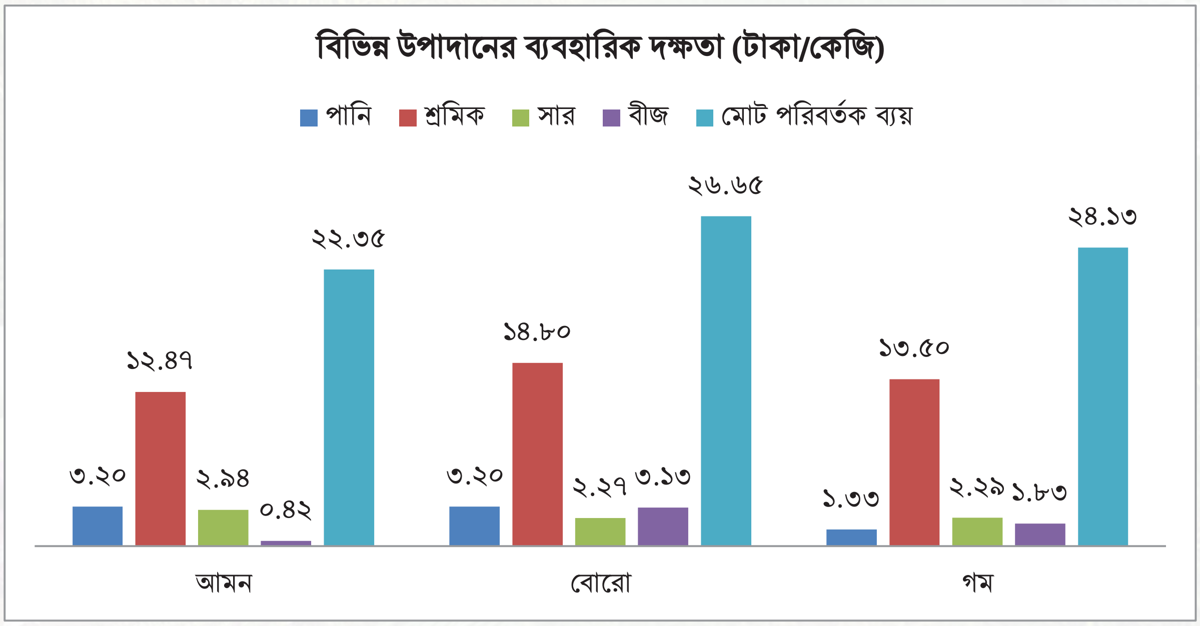

উপরে প্রদর্শিত বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহারিক দক্ষতা বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হলো-

- ব্যবহারিক দক্ষতায় আমন (০.৮৮/কেজি) ক্ষেত্রে কেজিপ্রতি সবচেয়ে কম পানি খরচ হয়। অন্যদিকে সর্বোচ্চ পানি খরচ হয় বোরো (৩.২০/কেজি) ফসলে।
- ব্যবহারিক দক্ষতায় শ্রমিকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম খরচ হয় আমন ফসলে (১২.৪৭/কেজি)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ শ্রমিক খরচ হয় বোরো (১৪.৮০/কেজি) ফসলে।
- ব্যবহারিক দক্ষতায় সারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম খরচ হয় বোরো ফসলে (২.২৭/কেজি)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ সার খরচ হয় আমন (২.৯৪/কেজি) ফসলে।
- ব্যবহারিক দক্ষতায় বীজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম খরচ হয় বোরো ফসলে (০.৩২/কেজি)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ বীজ খরচ হয় গম (১.৮৩/কেজি) ফসলে।
- মোট পরিবর্তক ব্যয় সর্বনিম্ন আমন ফসলে (২২.৩৫/কেজি)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ মোট পরিবর্তক ব্যয় বোরো (২৬.৬৫/কেজি) ফসলে।

৫.০ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উৎপাদন খরচের তুলনা

পণ্যের নাম	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	হ্রাস/বৃদ্ধি(%)
আমন ধান	২৪.১৯	২৫.২৬	৪%
আমন চাল	৩৭.৫০	৩৭.৭৭	১%
বোরো ধান	২৪.৭৭	২৬.০১	৫%
বোরো চাল	৩৭.৬৯	৩৮.৯৬	৩%
গম	২৫.৩২	২৬.৯৩	৬%
পেঁয়াজ	১৬.০০	১৯.২৪	২০%
রসুন	৩১.৬৬	৩০.৮৭	-২%
কাঁচামরিচ	১৭.৮১	১৯.০০	৭%
আলু	৮.৩২	৯.৭৩	১৭%
বেগুন	৯.০৩	৯.২০	২%
টমেটো	৭.৯৪	৮.২১	৩%

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৫টি শস্যের উৎপাদন খরচের সাথে তুলনা করলে একমাত্র রসুন ছাড়া সকল শস্যের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আলু ও পেঁয়াজের বীজের দাম বেশি থাকায় উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে রসুনের বীজের দাম কম থাকায় উৎপাদন খরচ সামান্য হ্রাস পেয়েছে।

৫.০ উপসংহারঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে সামগ্রিকভাবে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য যে বাজারমূল্য পেয়েছেন তাতে খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিভিন্ন ফসলের মধ্যে বিশেষ করে কাঁচামরিচ, লাউ, কাঁচা পেপে, ঢেঁড়স এবং টমেটো চাষ করে কৃষকগণ ভাল দাম পেয়েছে বলে দেখা যায়। ধানের লাভজনকতা নিশ্চিত করতে কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়। দক্ষতা বিবেচনায় প্রায় সকল কৃষিপণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে যান্ত্রিকীকরণের প্রভূত সুযোগ রয়েছে।

ভবিষ্যতে উৎপাদন খরচ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নমুনা সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে এবং সে লক্ষ্যে নমুনায়ন পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। পরিসংখ্যানগত উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য নির্ধারিত প্রতিটি পণ্যের জন্য জেলা প্রতি সর্বনিম্ন ৩০টি নমুনা হতে উপাত্ত সংগ্রহ বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাছাড়া, সরল গড় মানের পরিবর্তে ওয়েটেড গড়মান ব্যবহার করার বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে।

ভবিষ্যতে কৃষিপণ্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণসমূহের মধ্যে বিশেষ করে শ্রমিক খরচ, সার এবং কীটনাশক, পানি, বীজ এবং কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্যদিকে কৃষিকাজে নারীর ভূমিকা এবং উৎপাদন খরচে আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা হলে উৎপাদন খরচ সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম সহায়ক হবে।

কৃষিপ্রধান দেশের কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত সার্বিক সফলতা বা আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন অসম্ভব। কৃষির উন্নয়ন ও গুণগত উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার প্রধান ও অপরিহার্য শর্ত হলো উন্নত ও দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা। দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা কৃষককে তাদের পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করে, যা ভোক্তার কাছে বিক্রয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিত করে। সবজির উৎপাদন বাড়াতে হলে সবজির উৎপাদন খরচের দিকে নজর দিতে হবে। কৃষকগণ যেন তাঁদের উৎপাদিত পণ্য যৌক্তিক মূল্যে বিক্রি করে লাভবান হতে পারে সেজন্য পাইকারী ব্যবসায়ী, ফড়িয়া ও খুচরা ব্যবসায়ীও যেন অধিক মুনাফার আশা না করে যৌক্তিক মূল্যে পণ্য বিপণন করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, কৃষকগণ তাঁদের কষ্টার্জিত উৎপাদিত পণ্য যথাযথ মূল্যে বিক্রি করতে না পারলে উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে। তাই উৎপাদিত সবজির ন্যূনতম বাজারমূল্য নির্ধারণ করে কৃষক পর্যায়ে তার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উৎপাদন খরচের নিচে বাজারমূল্য পেলে কৃষকের লোকসান হবে, আর বেশি হলে লাভবান হবে। উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে কৃষক, পাইকারি এবং খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করলে একদিকে যেমন কৃষক লাভবান হবে তেমনি ভোক্তাও সঠিক মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারবে এবং বাজার স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্রঃ

1. Making Vision 2041 a Reality PERSPECTIVE PLAN OF BANGLADESH 2021-2041, General Economics Division (GED), Bangladesh Planning Commission, Ministry of Planning Government of the People's Republic of Bangladesh, March, 2020
2. Akter, T., Parvin, M.T., Mila, F.A. and Nahar, A. 2019. Factors determining the profitability of rice farming in Bangladesh. Journal of Bangladesh Agricultural University, 17(1): 86–91. https://doi.org/10.3329/jbau.v17i1.40668
3. কৃষি মন্ত্রণালয়, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮
4. FAO. 2016. HANDBOOK ON Agricultural Cost of Production Statistics Guidelines for Data Collection, Compilation and Dissemination, February 2016
5. BBS (Bangladesh Bureau of Statistics). 2015. Statistical Pocketbook Bangladesh 2015, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.
6. UNSC. 2014. DRAFT Handbook on Agricultural Cost of Production Statistics (CoP), Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics (Global Strategy), the United Nations Statistical Commission, Technical Report Series GO-03-2014
7. Tévécia Ronzon, Pavel Ciaian, Sergio Gomez y Paloma and Jacques Delincé. 2014. Literature review on Cost of Production Methodologies, Technical Paper Series GO-04-2014,
8. Luca Cesaro, Sonia Marongiu, Filippo Arfini, Michele Donati, and Maria Giacinta Capelli. 2008. Cost of production. Definition and Concept, FACEPA Deliverable D1.1. 2 – October 2008, INEA – Italy

FARMERS' MARKET
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
কৃষি মন্ত্রণালয়

মদনডাঙ্গা বাজার এসেম্বল সেন্টার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ।

সদাই

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ডিজিটাল বাজার

গুগল প্লে-স্টোর থেকে মোবাইল এ্যাপসটি ডাউনলোড করে ক্রেতা এবং বিক্রেতাগণ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত কৃষক বিপণন দলের সদস্য এবং উদ্যোক্তাগণ এ এ্যাপসটি ব্যবহার করে তাদের পণ্যের বিপণন কার্যক্রম চালাতে পারবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা
www.dam.gov.bd

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
DAM